ইনভ্যাশন অব দ্য নো ওয়াল্স

মূল : ক্রিস্টোফার পাইক

রূপান্তর : অনীশ দাস অপু

অনিন্দ্য প্রকাশ

উৎসর্গ

আনোয়ার ভাইকে
যুগ্ম-বার্তা সম্পাদক
যুগান্তর
চমৎকার সুরসিক এ মানুষটি
জানেন না আমি তাঁকে কতটা পছন্দ করি

এক

দলটির নতুন একজন বন্ধু হয়েছে। নাম টিরা জোনস, অত্যন্ত রূপবতী। এতই সুন্দরী যে পরিচয়ের দুই ঘণ্টা পরেই তাকে রীতিমতো ঈর্ষা করতে শুরু করে স্যালি উইলকক্স এবং সিন্ডি ম্যাকে। অবশ্য সিন্ডি এবং স্যালির চেহারাও কম আকর্ষণীয় নয়। যদিও টিরাকে ঈর্ষা করার কথা স্বীকার করতে দ্বিধা করেনি ওরা।

টিরার কালো চুল কোমর ছুঁয়েছে। এমন ঝলমলে যেন সিল্ক দিয়ে বোনা। পাহাড়ের গভীর পুকুরের মতো আশ্চর্য একজোড়া নীল চোখ। স্যালি এবং সিন্ডির চেয়ে লম্বায় সামান্য খাটো সে। কারও ওপর কর্তৃত্ব ফলানোর মতো মানসিকতাও তার নেই। টিরার সঙ্গে দলটির পরিচয় শহরের বাইরে, ওদের প্রিয় ডোনাটের দোকানে। টিরার লাজুকভাব, নম্রগলায় কথাবলার ঢঙ এবং অদ্ভুত ভদ্র আচরণ ওদেরকে মুগ্ধ করে। বিশেষ করে ওয়াচের তো খুবই ভালো লেগে যায় টিরাকে। টিরাকে ওদের শহর স্পুক্সভিলের পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানোর প্রস্তাব দিয়ে ফেলে সে।

তবে টিরা বলে সে রিজারভয়ারে যাবে। তার কথা শুনে মনে হয় স্পুক্সভিলে একেবারে নতুন নয় সে।

টিরা জানায় সে এ-শহরে আগে থাকত।

'কবে?' এ নিয়ে তৃতীয়বার প্রশ্ন করল স্যালি। ওরা রিজারভয়ারের দিকে হেঁটে চলেছে। হন্টেড কেভ বা ভূতুড়ে গুহা থেকে রিজারভয়ার বেশিদূরে নয়। হন্টেড কেভে একবার ভিনগ্রহবাসীরা আস্তানা গেড়েছিল। রিজারভয়ারে ঠাণ্ডা মানবদের সঙ্গে লড়াই বেধে যায় ওয়াচদের। রিজারভয়ারে তেল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে ওদেরকে তাড়াতে হয়েছে। এর

পর থেকে রিজারভয়ারে মাছ নেই। রিজারভয়ারে রহস্যের কমতি নেই। হয়তো এ কারণেই টিরা ওখানে যেতে চেয়েছে।

স্যালির প্রশ্নের জবাব না দিয়ে টিরা কাঁধ ঝাঁকাল শুধু। মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে কয়েক ঘণ্টা আগে, কিন্তু এখনও ওর সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি ওরা।

'কয়েক বছর আগে আমি এখানে থাকতাম', বলল টিরা। 'অবশ্য তখন খুব ছোট ছিলাম।'

'তোমার পরিবার এখানে থাকতে এলেন কেন?' জানতে চাইল অ্যাডাম। ছোটখাটো গড়নের অ্যাডাম স্পুক্সভিলে নবাগত। তবে সে এ দলের অবিসংবাদিত নেতা। তাকে সবাই খুব সম্মান করে, ভালোবাসে। যদিও অ্যাডামের ধারণা এত ভালোবাসা এবং সম্মান পাবার যোগ্য সে নয়। টিরা অ্যাডামের প্রশ্নে হাসল, ওর হাসিটাও ভারি মিষ্টি।

'আমার বাবার চাকরির কারণে এখানে আসা', জবাব দিল টিরা।

'তোমার বাবা কোথায় কাজ করেন?' জিজ্ঞেস করল ওয়াচ। দলের সবচেয়ে চালাক-চতুর ছেলে, যদিও এ নিয়ে কখনও জাহির করে না সে কিংবা কাউকে বুঝতেও দেয় না। তাকে সবাই ওয়াচ নামে ডাকে। কারণ সবসময় দুহাতে চারটা ঘড়ি পরে সে। কেউ তার আসল নাম জানে না। জানলেও ভুলে গেছে।

'শহরে কোথাও', অস্পষ্ট গলায় বলল টিরা।'ঠিক জানি না।'

'অবশ্যই জানো', বলল স্যালি। সে অ্যাডামের চেয়ে লম্বা আর দলের একমাত্র বাচাল প্রকৃতির কিশোরী। সারাক্ষণ বকবক করেই চলেছে। তার গাঢ় বাদামি রঙের চুলের গোছা চোখের ওপর ঝুলে থাকে। বেশ সুন্দর লাগে দেখতে। স্যালি সারাক্ষণ সিন্ডি আর অ্যাডামের পেছনে লেগেই আছে। ওর অনেক সাহস। বহুবার নানা বিপদ থেকে বন্ধুদেরকে রক্ষা করেছে সে। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি জানো না কেন? স্পুক্সভিল বিশাল বড় কোনো শহর নয়।'

'আমার বাবার কাজটা অত্যন্ত গোপনীয়', বলল ব্রাইসপুল।

'আমিও জানি না উনি কোথায় কাজ করেন, কী করেন।' ওয়াচের মতো ব্রাইসও যথেষ্ট স্মার্ট, তবে এ নিয়ে তার গর্বও কম নয়। যদিও বন্ধুরা বিপদে পড়লে তাদেরকে রক্ষা করতে সেও কখনও পিছপা হয় না।

'আমার মা শহরে অ্যাওভিন কন্সট্রাকশনে সেক্রেটারির কাজ করেন।' বলল সিন্ডি ম্যাকে। 'মা বলেন, তিনি নাকি কাজটাকে খুব পছন্দ করেন। যদিও কাজ বলতে তিনি শুধু টাইপ করেন আর কফি বানান।'

অ্যাডামের মতো সিন্ডিও শহরে নতুন। স্বর্ণকেশী, নীলনয়না সিন্ডি মনে মনে ভালোবাসে অ্যাডামকে, যদিও কথাটা বলি বলি করেও আজ পর্যন্ত বলা হয়নি। সিন্ডি খুব মিষ্টি মেয়ে। তবে স্যালির সঙ্গে ঝগড়ার সময় সে পরিণত হয় মুখরা নারীতে। তার সঙ্গে তখন বাঘিনীর তুলনা করা যায়।

'আমি কখনও আমার বাবার কাছে জানতে চাইনি তিনি কী করেন।' সরল গলায় বলল টিরা।

'তোমরা থাকো কোথায়?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'শহর থেকে বেশিদূরে নয়।' বলল টিরা।

'কোন রাস্তায়?' প্রশ্ন করল স্যালি। টিরার সঙ্গে রাস্তায় পরিচয় তাদের। মাথা নিচু করে টিরা, যেন মনে করার চেষ্টা করছে কোন্ রাস্তায় থাকে ওরা। ওয়াচ ওকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এল।

'টিরাকে এসব প্রশ্ন করে বিব্রত করার মানে হয় না।' বলল সে। 'কারণ মাত্র এসেছে ও শহরে। একদিনেই ওর জীবন ইতিহাস শুনতে চাওয়া ঠিক হচ্ছে না।'

'কার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল শুরুতেই তা জেনে রাখা ভালো।' বলল স্যালি। 'অচেনা লোককে বিশ্বাস করে অতীতে বিপদে পড়ার কথা নিশ্চয় ভুলে যাওনি।'

'স্যালি', ধমক দিল সিন্ডি। 'এভাবে বলছ কেন?'

'এ শহর তুমি চেনো।' পাল্টা ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল স্যালি। 'কঠিন ভাবে বললে ভালো শোনায় না বটে তবে তাতে বিপদ থেকে রক্ষা

পাওয়া যায়। কেন, সেই অচেনা মেয়েটার কথা মনে নেই? আমাকে মাঝরাতে বেড়াল বানিয়ে দিয়েছিল?'

'ও তো আমাদের উপকার করতে চেয়েছিল', মুখ ঝামটা দিল সিন্ডি।

'তবে আমার ধারণা টিরা এখানে কোনো বদ মতলব নিয়ে আসেনি', বলল অ্যাডাম। মেয়েটিকে ওর খুব পছন্দ হয়েছে। ওর নরম গলা শুনে মাথা তুলে চাইল টিরা। হাসল।

'তোমাদের মতোই এ শহরটাকে আমি চিনি', বলল সে। 'ধরে নাও একটা ভূতুড়ে বাড়িতে বাস আমার। তবে সেখানে গেলে আমি তোমাদেরকে বিস্কিট আর দুধ খাওয়াতে পারব।'

'তোমার ভাইবোন আছে?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

আবার মাথা নোয়াল টিরা। 'আমার পরিবারটি বিরাট।'

নভেম্বরের মাঝামাঝি শনিবারের এক বিকেল। ঠাণ্ডা-মানবদের আগমনের সময় স্পুক্সভিলে যে ভয়াবহ তুষারঝড় হয়েছিল তারপর থেকে আর ঝড়টড় না হলেও আবহাওয়া বেশ শীতল। মাথার ওপর ছোটাছুটি করছে ঝড়ো মেঘ। যদিও বৃষ্টির লক্ষণ নেই। সাইকেল নিয়ে আসেনি বলে রিজারভয়ারে পৌঁছুতে বেশি সময় লাগল। শীতকাল বলে দিনও ছোট হয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি না ফিরলে রাত হয়ে যাবে। আর রাতের বেলা স্পুক্সভিলে কেউ বাধ্য না হলে বেরুতে চায় না। কারণ সূর্য অস্ত যাবার পর এ-শহরে নানা ভৌতিক এবং রোমহর্ষক ঘটনা ঘটে।

তবে টিরার বোধহয় এসব নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। সে রিজারভয়ার থেকে বেশ দূরে একটা পাহাড়ের দিকে হাত তুলে দেখাল। কয়েকটা লিকলিকে গাছ দেখা যাচ্ছে ওখানে। ঠাণ্ডা-মানবদের কবল থেকে বাঁচতে রিজারভয়ারে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল অ্যাডামরা। আশপাশের গাছপালা পুড়ে সব ছাই। শুধু এ কটা রক্ষা পেয়েছে।

'আমি এদিকে বহুদিন আসিনি', বলল টিরা। 'আমি ওই পাহাড়ে একটু যাব।'

'ওখানে দেখার মতো কিছু নেই', বলল স্যালি। 'রিজারভয়ারের আশপাশে কিছুই জন্মায় না। চলো, বাড়ি ফিরি। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ। এখন বাড়ি যাওয়া দরকার।'

সায় দিল অ্যাডাম।

'তুমি পাহাড়ে যেতে চাইছ কেন?'

হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল ওয়াচ।

জবাবে মেয়েটা কাঁধ ঝাঁকাল। 'আমার এখুনি বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না', বলল সে। 'তবে তোমরা যেতে না চাইলে জোর করব না। আমি একাই যেতে পারব।'

'একা একা এ শহরে কোথাও যাওয়া ঠিক না।' বলল সিন্ডি।

'আমি অবশ্য তোমার সঙ্গে যেতে পারি', টিরার পাশে হেঁটে এল ওয়াচ। 'আমারও এখন বাড়ি ফিরতে মন চাইছে না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্যালি। 'ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে আজ কারোরই বাড়ি ফেরার তাড়া নেই। ঠিক আছে। তাহলে পাহাড়েই যাই চলো।'

ওরা শান্ত জলাশয়ের পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগল। টিরা শহরের কুখ্যাত ডাইনি মিস অ্যান টেম্পলটনের কথা জানতে চাইল। টিরার কথা শুনে মনে হল এ মহিলাকে সে চেনে।

'তাকে বোঝা খুব মুশকিল', বলল অ্যাডাম। 'সে আমাদেরকে বারকয়েক বড় ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। আবার কয়েকবার মেরে ফেলারও জোগাড় করেছিল। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি মহিলাকে ভালোই মনে করি।'

'কিন্তু আমি মনে করি না', বিড়বিড় করল স্যালি।

'তোমার সঙ্গে তার কখনও ঝগড়া হয়েছে?' ওয়াচ জিজ্ঞেস করল টিরাকে।

'হ্যাঁ', জবাব দিল টিরা।

'তারপর কী ঘটল?' জানতে চাইল ওয়াচ।

টিরা বলল, 'সে আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল।'

'ধ্যাৎ, বিশ্বাস হয় না', বলল অ্যাডাম।

'আমি ওর কথা বিশ্বাস করছি', মাথা দোলাল স্যালি।

'তোমার সঙ্গে ওর কী হয়েছিল?' কৌতূহলী গলায় প্রশ্ন করল ওয়াচ।

ইতিমধ্যে সবাই বুঝে ফেলেছে সে টিরাকে পছন্দ করে। তবে ডাইনিকেও সে পছন্দ করে। মিস অ্যান টেম্পলটন একবার ওয়াচের নষ্ট হয়ে যাওয়া একটা চোখ ভালো করে দিয়েছিল। ওয়াচ এখন যে চশমা পরে তাতে মিস অ্যানের জাদুর ছোঁয়া আছে। এ চশমা পরে ওয়াচ অন্যান্যদের মতোই সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পায়। যদিও সে কানে খাটো।

ওয়াচের প্রশ্ন শুনে জলের দিকে তাকাল টিরা। ওর নিচের ঠোঁট কেঁপে উঠল। 'সে অনেক দিন আগের ঘটনা', বলল সে। 'এ নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।'

ওরা ব্যাপারটা নিয়ে আর চাপাচাপি করল না। রিজারভয়ারের তীর ধরে পাহাড়ের দিকে হেঁটে চলল নীরবে। লিকলিকে গাছগুলোর কাছাকাছি এসেছে, থেমে দাঁড়াল অ্যাডাম। ওকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে অন্যরাও থেমে গেল।

হাত তুলল অ্যাডাম, ফিসফিসে গলায় বলল, 'কী ওগুলো?'

মাটি থেকে দশ মিটার উঁচুতে গাছের ওপর আলোর কতগুলো বল ভাসছে। ব্যাসার্ধে একেকটা আধা মিটার হবে, সাদা থেকে হলুদ, নানা রঙের বল। ওরা ধীরপায়ে এগোল সামনে। অসংখ্য বল। গোনা মুশকিল। কারণ একটার সঙ্গে আরেকটা অনবরত ধাক্কা খাচ্ছে, ঘুরছে। তারপর আবার একটা মাত্র বলে পরিণত হচ্ছে। অ্যাডাম মোটামুটি কুড়িটার মতো বল গুনতে পারল।

অন্যরা বল গোনা বাদ দিয়ে ওদিকে তাকিয়ে রইল হাঁ করে।

'এরকম জিনিস কখনও দেখিনি আগে।' বলল স্যালি। 'অথচ ভাবতাম অদ্ভুত কোনোকিছু দেখার বুঝি আর বাকি নেই।'

'ওগুলো কোত্থেকে এল? দেখেছ কেউ?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

'কয়েক সেকেন্ড আগেও বলগুলো ওখানে ছিল না', বলল ব্রাইস। 'আমি তো গাছের দিকেই তাকিয়ে ছিলাম।'

'কিন্তু ওগুলো নিশ্চয় কোথাও-না-কোথাও থেকে এসেছে', বলল অ্যাডাম। 'ওয়াচ?'

ভুরু কোঁচকাল ওয়াচ। 'ওগুলো বিদ্যুতের বল হওয়া বিচিত্র নয়। বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতে ঝড়ের সময় এরকম ঘটতে পারে। বিদ্যুৎ বজ্রপাতে পরিণত না হয়ে বলের আকার নিয়েছে।'

'কিন্তু আজ তো ঝড়টড় কিছু নেই।' বলল স্যালি।

'তা ঠিক', সায় দিল ওয়াচ। 'তবে জলার গ্যাসও হতে পারে। গ্যাস অনেক সময় এরকমভাবে জ্বলে।'

'কিন্তু আশপাশে কোনো জলাও নেই', আপত্তি জানাল স্যালি।

'দ্যাখো', অধৈর্য গলায় বলল ওয়াচ। 'আমি তোমাদেরকে একটা যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করছি। তোমরা যেমন বুঝতে পারছ না তেমনি আমিও জানি না ওগুলো কী!'

'দেখে কিন্তু বিপজ্জনক মনে হচ্ছে না', বলল সিন্ডি। 'সুন্দরই লাগছে।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল স্যালি। 'সিন্ডি, এ শহরে একটা কথা প্রচলিত আছে : যা কিছু অদ্ভুত তাই বিপজ্জনক। আমার মনে হয় এ নিয়ে গবেষণা না করে এখান থেকে কেটে পড়াই ভালো।'

আলোর বলগুলো গাছের ওপর ঝুলেই রয়েছে। ওদের দিকে আসার কোনো লক্ষণ নেই। অ্যাডাম ফিরল টিরার দিকে। সে নীরবে আলোর বল দেখছে।

'তুমি এ জিনিস দেখেছ কখনও আগে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

ধীরে মাথা দোলাল টিরা। 'একবার। অনেক আগে।'

অবাক হল ওয়াচ। 'ওগুলো কী জানো?'

মাথা নাড়ল টিরা, চোখ নামাল। 'না।'

'কোথায় দেখলে?' সন্দেহের সুরে প্রশ্ন করল স্যালি।

টিরা স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। 'এখানে। এই জায়গায়।'

সাবধানে প্রশ্ন করল ওয়াচ। 'এজন্যই তুমি এখানে আসতে চেয়েছ? তুমি জানতে এগুলো আবার দেখা যাবে?'

'আমি এগুলো সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না।' অস্পষ্ট গলায় বলল টিরা।

'বিপজ্জনক কি না জানো?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

'মনে হয় না বিপজ্জনক', জবাব দিল টিরা।

'শেষবার যখন দেখলে কিছু ঘটেছিল?' জানতে চাইল স্যালি।

'কিছু ঘটেনি', বলল টিরা।

'ওগুলো পরীক্ষা করে দেখব', বলল ব্রাইস। 'স্পুক্সভিলের জিনিস যদি হয়ে থাকে ওগুলো অবশ্যই আমাদের সবার আগে জানা উচিত।'

'বেশ তো', বলল স্যালি। 'তুমি একা গিয়ে দেখে এসো।'

'আমরা যা করি দল বেঁধে করি নয়তো করি না', স্যালিকে মনে করিয়ে দিল অ্যাডাম। 'ওয়াচ, আমি আর ব্রাইস যাব।'

'বাহ, বেশ, বেশ', উপহাস করল স্যালি। 'ছেলেরাই সমস্ত ঝুঁকি নেবে আর মেয়েরা ঘরে বসে আঙুল চুষবে। আমরাও যাব।'

'আমিও', বলল সিন্ডি।

ওয়াচ টিরাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে?'

টিরা স্থিরদৃষ্টিতে আলোর বল দেখছে। ওদিক থেকে নজর না ফিরিয়ে নরম গলায় জবাব দিল, 'যাব।'

দুই

ওরা সামনে বাড়ল। বলগুলো আগের মতোই ভেসে রয়েছে শূন্যে। যেন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ওদের দিকে।

'ওরা বোধহয় আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে।' ফিসফিস করল সিন্ডি।

'তোমার কাছে মনে হচ্ছে ওরা জ্যান্ত', বলল ব্রাইস। 'কিন্তু আমার তেমন কিছু মনে হচ্ছে না। আমার মনে হচ্ছে প্রাকৃতিক কিছু একটা দেখছি।'

'ওগুলোকে কেমন অস্বাভাবিক লাগছে', ঘোঁতঘোঁত করল স্যালি।

'ওগুলো শুধু জ্যান্তই নয়, বুদ্ধিমানও হতে পারে', বিড়বিড় করল অ্যাডাম। 'অন্য কোনো গ্রহ কিংবা ডাইমেনশন থেকে আসাও বিচিত্র নয়। তবে ওরা আমাদের উপস্থিতি টের পেয়েছে বলে মনে হয় না। আমাদেরকে দেখছে না কিংবা আমাদের কথা শুনছে না। তোমার কী মনে হয়, ওয়াচ?'

'হতে পারে', সায় দিল ওয়াচ। 'অবশ্য বাইরে থেকে আমরা ভাবছি ওরা আমাদের উপস্থিতিতে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না। তবে আমার ধারণা ঠিকই আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে ওরা। আমরা যত সামনে এগুচ্ছি কয়েকটা বলের রঙ ততই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, খেয়াল করেছ?'

'কোনগুলো?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

একটা গাছের পাশে ঝুলে থাকা একজোড়া আলোর বল হাত তুলে দেখাল ওয়াচ। 'ওই দুটো অন্যগুলোর চেয়ে বেশি মাত্রায় জ্বলজ্বল করছে। জায়গাও বদল করল যেন।'

'কোন্ দিকে সরল?' জানতে চাইল স্যালি।

'আমার মনে হল নড়েছে আর কি!' বলল ওয়াচ। 'সামান্য ডানে সরেছে।' ফিরল টিরার দিকে। 'তুমি শেষবার যখন এগুলোকে দেখলে এরকম আচরণ করেছিল বলগুলো?'

বলগুলোকে আনমনা চোখে দেখল টিরা। 'হ্যাঁ', শান্ত শোনাল কণ্ঠ। 'এরকমই করতে দেখেছিলাম বলগুলোকে।'

'ওগুলোকে ঢিল ছুড়ি?' অনুমতি চাইল স্যালি।

'ঢিল ছুড়তে হবে না।' মানা করল সিন্ডি। 'ওরা জ্যান্ত প্রাণীও হতে পারে। আমরা অমানুষ নই যে বিনাদোষে ইটপাটকেল ছুড়ব।'

'খুব বেশি দরদ দেখছি।' নিচু গলায় বিড়বিড় করল স্যালি।

'বলগুলোর মাঝখানে ম্লান স্ফুলিঙ্গটা দ্যাখো!' জোরে বলল ব্রাইস। 'যেন বৈদ্যুতিক চার্জ হচ্ছে। বজ্রপাতের সঙ্গে ওগুলোর সম্পর্ক নেই তো?'

'কিন্তু আজ ঝড়বৃষ্টি হয়নি', আবার বলল স্যালি। 'বজ্রপাত দূরে থাক্।'

'শহরে হয়নি', বলল ব্রাইস। 'সাগরে হয়তো বৃষ্টি হয়েছে। বলগুলো সাগর থেকে উঠে এসেছে কি না কে জানে। ওগুলো বজ্রবলও হতে পারে। আমরা হয়তো বুঝতে পারছি না।'

'ওগুলো বজ্রবল নয়।' দৃঢ় গলায় বলল টিরা।

ওর পাশে হাঁটছিল ওয়াচ, তাকাল অবাক চোখে।

'তুমি এত নিশ্চিত হলে কী করে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'দেখাচ্ছি', সামনে কদম বাড়াল টিরা, এগোল সবচেয়ে কাছের বলের দিকে। ওরা অবাকচোখে দেখল মেয়েটা সোজা বলের নিচে গিয়ে দাঁড়াল, তাকাল উপরের দিকে। প্রথমে কিছুই ঘটল না, তারপর যখন হাত বাড়াল টিরা স্বাগত জানাবার ভঙ্গিতে, বলটা ওর দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল। ওটার আসার ভঙ্গি পছন্দ হল না অ্যাডামের। লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল সে, বলটা প্রায় ছুঁয়ে ফেলছে টিরাকে, ধাক্কা মেরে ওকে সরিয়ে দিল একপাশে। টিরার বদলে অ্যাডামকে স্পর্শ করল আলোর বল।

তারপর ঘটে গেল অবিশ্বাস্য এক ঘটনা।

চোখ ধাঁধিয়ে জ্বলে উঠল সাদা আলো। একমুহূর্তের জন্য মনে হল অ্যাডাম যেন আলোর তৈরি। ওর শরীর ভয়ানক স্বচ্ছ হয়ে গেল। ওর সমস্ত অঙ্গপ্রতঙ্গের ভেতরের সবকিছু দেখা গেল পরিষ্কার। হাড়, মাংস, এমনকি শিরায় প্রবাহিত রক্তের ধারা পর্যন্ত হয়ে উঠল আলোকিত। যেন আলোর বল দিয়ে ওকে এক্স-রে করা হয়েছে। কতক্ষণ এরকম চলল বলতে পারবে না কেউ। হয়তো কয়েক সেকেন্ড মাত্র। বলটা যেন অ্যাডামকে শুধু স্পর্শই করেনি, জিনিসটা যেন ঢুকে গেছে ওর ভেতরে। স্যালি একখণ্ড পাথর তুলে নিলেও ছুড়ে মারতে সাহস করল না। হামলা যেন হয়েছে ভেতর থেকে, বাইরে থেকে নয়।

জায়গায় পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাডাম। টিরা হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। দেখছে আলোর তীব্রতা বেড়ে গেছে বহুগুণ, অ্যাডামের শরীরের ভেতরের অংশগুলো আবছা দেখাল আলোর প্রখরতায়। তবে একমাত্র টিরাই আলোর ঝলকানিতে চোখে হাত দেয়নি। অন্যরা চোখে হাত দিয়ে রেখেছে ভয়াবহ তীব্রতা থেকে রক্ষা পেতে। সবকিছু এত দ্রুত ঘটে গেল, অ্যাডামকে সাহায্য করতে যেতে কেউ সুযোগই পেল না। স্যালি গুঙিয়ে উঠে চোখে হাত চাপা দিল, হাত থেকে আগেই খসে পড়েছে পাথর।

তারপর আলোটা অদৃশ্য হয়ে গেল। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল অ্যাডাম।

ওরা দৌড়ে গেল অ্যাডামের কাছে। টিরা বাদে।

'অ্যাডাম।' আর্তনাদ করে বন্ধুর গায়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল সিন্ডি। শূন্যচোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে অ্যাডাম। তারপর খকখক কেশে উঠল, বিড়বিড় করে কী বলল ঠিক বোঝা গেল না। তবে মনে হল প্রথম শব্দটা উচ্চারণ করেছে : 'না।' ওয়াচ অ্যাডামের বাঁ হাত তুলে নিল কোলে। নাড়ি টিপে ধরে পরীক্ষা করল পালস্।

'ওর হৃৎপিণ্ড ঘোড়ার মতো লাফাচ্ছে', অন্ধকার মুখে বলল ওয়াচ।

'আমার হৃৎপিণ্ডও ঘোড়ার মতো লাফাচ্ছে', বলল স্যালি।

'যাক বাবা ও বেঁচে আছে। ওকে ধরে বসাও।'

'ওকে এখনই এখান থেকে কোথাও নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না', বলল ব্রাইস। 'ও বোধহয় বৈদ্যুতিক শক খেয়েছে। এখানেই কিছুক্ষণ শুয়ে থাকুক।

'ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার।' গুঙিয়ে উঠল সিন্ডি। 'অ্যাম্বুলেন্স ডাকো।'

স্যালি তাকাল ওয়াচের দিকে। মাথা নাড়ল সে।

'স্পুক্সভিলে অ্যাম্বুলেন্স ডাকা মানে সেধে নিজের বিপদ ডেকে আনা', বলল স্যালি। 'স্থানীয় হাসপাতালে তুমি অসুস্থ হয়ে গেছ কি ওরা তোমার শরীরের কোনো-না-কোনো অঙ্গ কেটে রেখে দেবে। তারপর বিক্রি করবে কালোবাজারে।'

'তুমি কি কোনো ব্যাপারেই সিরিয়াস হতে জানো না', চেঁচাল সিন্ডি।

গম্ভীর চেহারা নিয়ে মাথা ঝাঁকাল ওয়াচ। 'টেরি ফ্যালকন নামে আমাদের এক বন্ধু গতবছর তার টনসিল অপারেশনের জন্য হাসপাতালে গিয়েছিল। ওরা ওর একটা কিডনি আর লিভার কেটে রেখে দেয়।'

'কিন্তু লিভার ছাড়া তো মানুষ বাঁচে না।' বলল সিন্ডি।

'কে বলল টেরি বেঁচে আছে?' শুকনো চেহারা নিয়ে বলল স্যালি। 'ওয়াচ বোঝাতে চাইছে অ্যাডামের চিকিৎসা আমাদের নিজেদেরকেই করতে হবে। তবে ব্রাইসও ঠিক বলেছে—ওকে এখান থেকে সরিয়ে নেয়া ঠিক হবে না।'

ঝুঁকল স্যালি, স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অ্যাডামের চোখে। মুহূর্তের জন্য মনে হল ম্লান একটা সাদা আলো নিয়ে জ্বলে উঠল চোখ। নরম গলায় ডাকল ও, 'অ্যাডাম? আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, অ্যাডাম?'

ঠোঁট নাড়ল অ্যাডাম তবে গলায় স্বর ফুটল না।

'ও বোধ হয় জ্ঞান হারিয়েছে', বলল ব্রাইস।

'মাথায় পানি ঢালা দরকার।'

'রিজারভয়ারের পানি ঢালা যাবে না', বলল স্যালি। 'ওটা অভিশপ্ত।'

'যত্তসব হাস্যকর কথা।' বলল সিন্ডি। গোটা শহরের মানুষ রিজারভয়ারের পানি খাচ্ছে। আমরাও তো ট্যাপ থেকে রিজারভয়ারের পানিই খাই।'

কঠোর দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল স্যালি। 'তুমি যেদিন এ শহরে এলে তখন তোমাকে বলা হয়নি বোতলের পানি খেতে? নাকি অন্য কোথাও থেকে খাবার পানি জোগাড় করেছ?'

'আমি রিজারভয়ারের পানিই খাচ্ছি', বলল ওয়াচ। 'কিন্তু আজতক আমার কোনোরকম সমস্যা হয়নি।' সিধে হল সে। পরনের টিশার্ট খুলে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলল ফড়ফড় করে। রিজারভয়ারের পানিতে ভেজাল ওটা। তারপর চলে এল অ্যাডামের কাছে। টিশার্ট চিপে পানি ঢালল মাথায়। অ্যাডাম আগের মতো ফাঁকা-চোখে তাকিয়ে রয়েছে আকাশপানে। তবে শ্বাসপ্রশ্বাস আগের চেয়ে স্বাভাবিক, বুকের ধড়ফড়ানিও কমেছে কিছুটা। ওয়াচ ভেজা-কাপড়ে অ্যাডামের কপাল মুছতে মুছতে তাকাল টিরার দিকে।

'আলোর বল নিয়ে এরকম ঘটনা আগে কখনও ঘটতে দেখেছ?' জিজ্ঞস করল সে।

'আলোর বল চলে গেছে', শান্ত গলায় বলল টিরা। সবাই একযোগে তাকাল উপরের দিকে।

'আরে!' চেঁচিয়ে উঠল স্যালি। 'বলগুলো সত্যি নেই। গেল কোথায়?'

'ওগুলো এলই বা কোত্থেকে?' তেতো গলায় প্রশ্ন করল ওয়াচ। 'টিরা, তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি। অ্যাডামের মতো আর কাউকে এর আগে আলোর বল হামলা চালিয়েছে?'

ইতস্তত করল টিরা। 'আমি ঠিক জানি না।'

'তুমি জানো না একথার মানে কী?' বিরক্ত শোনাল স্যালির কণ্ঠ।

'ওরা হামলা করেছে নাকি করেনি। অ্যাডামের অবস্থা খারাপ দেখতেই পাচ্ছ। জানি না কী করব। তোমার কোনো পরামর্শ থাকলে বলতে পারো।'

মাথা নিচু করে অ্যাডামের দিকে তাকাল টিরা।

'ওকে কীভাবে সাহায্য করব বুঝতে পারছি না।' আস্তে আস্তে বলল সে। 'তবে চিন্তা কোরো না ও একটু পরেই সুস্থ হয়ে যাবে।'

মাথা নাড়ল ব্রাইস। 'এরকম একটা বৈদ্যুতিক শক খাওয়ার পর শিগগির সুস্থ হয়ে ওঠার চান্স ক্ষীণ।'

তবে টিরার কথাই ফলল। কয়েক মিনিট পর চোখ পিটপিট করল অ্যাডাম। চোখ ঘুরিয়ে তাকাল এদিক-ওদিক। ওর মুখে ফিরে এল রঙ, চোখ ফিরে পেল স্বাভাবিক দৃষ্টি। বন্ধুদের ওপর স্থির হল চাউনি।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'তোমার মনে পড়ছে না কী হয়েছে?' প্রশ্ন করল সিন্ডি।

উঠে বসার চেষ্টা করল অ্যাডাম। ওকে হাত ধরে বসিয়ে দিল ওয়াচ। ওর শরীর খানিকটা আড়ষ্ট।

'কী মনে পড়বে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'আলোর একটা বল তোমাকে আঘাত হানে', বলল স্যালি। 'ক্রিসমাস ট্রির মতো আলোকিত হয়ে উঠেছিল তোমার শরীর। তোমার হাড়, মাংস, রক্ত, শিরা সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। বিশ্রী লাগছিল দেখতে।'

চোখ পিটপিট করল অ্যাডাম। 'ফাজলামো করছ?'

অ্যাডামের কাঁধে হাত রাখল সিন্ডি। 'আলোর বলটা সত্যি তোমার গায়ে ঝলসে উঠেছিল। উজ্জ্বল আলোটার কথা মনে নেই তোমার? আমাদের তো চোখ অন্ধ হয়ে যাওয়ার দশা।'

অ্যাডাম মাথা ঘুরিয়ে গাছ এবং রিজারভয়ার দেখল।

'আলোর বলের কথা মনে পড়ছে আমার।' বলল সে। 'মনে পড়ছে টিরার দিকে দৌড়ে গিয়েছিলাম। তারপর আর কিছু মনে নেই।' বিরতি দিল অ্যাডাম। তাকাল আকাশের দিকে। 'কোথায় ওগুলো?'

'জানি না', বলল ওয়াচ। অ্যাডামকে সিধে হতে সাহায্য করল। 'একটা বল তোমার শরীরে ঢুকে যাওয়ার পর সবগুলো একসঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যায়।'

অ্যাডাম স্থিরচোখে দেখল বন্ধুকে।

'ওটা আমার শরীরের ভেতরে ঢোকেনি', বলল সে। 'তুমি মিথ্যা বলছ।'

'ও সত্যিকথাই বলেছে', বলল সিন্ডি। 'কী ঘটেছে তোমার মনে নেই।'

অ্যাডাম দৃঢ়গলায় বলল, 'ওটা যা-ই ছিল, চলে গেছে। আমি এখন ঠিক আছি। চলো, বাড়ি ফিরি।' ঘুরল সে, হাঁটা দিল শহরের দিকে। হাঁটতে হাঁটতে সবাই শুনতে পায় এমন গলায় বলল, 'যা ঘটেছে সব ভুলে যাও।'

ওরা বুঝতে পারল না অ্যাডাম কেন একথা বলল।

তিন

পরদিন সকাল। রোববার। দলটা ডোনাট শপের বাইরে অ্যাডামের জন্য অপেক্ষা করছে। ওরা প্রতি রোববার সকালে একসঙ্গে নাস্তা করে। এটা এখন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু অ্যাডাম এল না। টিরাও না। যদিও ওকে দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। সিন্ডি এবং স্যালি চিন্তায় পড়ে গেল।

'অ্যাডাম স্বীকার করুক বা না করুক গতকালের শকটা ওকে দারুণ প্রভাবিত করছে', বলল সিন্ডি। 'বাড়ি ফেরার পথে ও একটাও কথা বলেনি খেয়াল করোনি?'

'আলোর বলটা কিছু একটা ঘটিয়ে দিয়েছে ওর মধ্যে', বলল স্যালি।

'অ্যাডামকে হামলা করার পর বলগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল। ব্যাপারটা আমার খুব অদ্ভুত লেগেছে', মন্তব্য করল ব্রাইস।

'এটা ঠিক হামলা কি না জানি না।' বলল ওয়াচ। তবে বলগুলো অপ্রাকৃতিক কিছু কি না প্রমাণ পাওয়া দরকার।'

'গতকাল অনেক প্রমাণ তো নিজের চোখেই দেখলাম', বলল স্যালি। 'দেখলাম টিরা হাত বাড়ানো মাত্র আলোর বলটা কীভাবে ওর দিকে ছুটে গেল।'

'হ্যাঁ', সায় দিল সিন্ডি, যেন টিরা ওটাকে হাত বাড়িয়ে ডাকছিল।

'কল্পনার রাশটা একটু টেনে ধরলে হয় না?' বলল ওয়াচ।

'ওয়াচ', দাবড়ে উঠল স্যালি। 'চোখজোড়া খোলো। আর চশমা থেকে ধুলো ঝেড়ে নাও। আমরা জানি মেয়েটাকে তুমি পছন্দ করো এবং কেন করো তাও জানি। কারণ ও খুব সুন্দরী। তবে ভুলে যেয়ো না মিস টিরাই আমাদেরকে ওই পাহাড়ে ডেকে নিয়ে গেছে। তাছাড়া স্বীকারও করেছে আলোর বল আগেও দেখেছে সে।'

'হ্যাঁ', বলল ওয়াচ। 'মনে আছে আমার। তবে সে মিথ্যা বলেনি। যা জানে অকপটে স্বীকার করেছে।'

'খুব বেশিকিছু কিন্তু স্বীকার করেনি', বলল ব্রাইস। 'টিরা বলল অ্যাডাম সুস্থ হয়ে যাবে। অ্যাডাম সুস্থ হয়ে গেল। কিন্তু ও সুস্থ হয়ে উঠবে কী করে জানল টিরা? স্যালির সঙ্গে আমি একমত। আলোর বল নিয়ে টিরা অনেক কিছু গোপন করেছে।'

'আমার ওকে ঠিক বিশ্বাস হয় না', বিড়বিড় করল সিন্ডি।

রাগে লাল হয়ে গেল ওয়াচের মুখ। 'কেন? কারণ সে আমাদের সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেয়নি বলে? কারণ সে আমাদের শহরে নতুন এসেছে বলে?'

'ও শহরে নতুন আসেনি', বলল স্যালি। 'টিরা বলেছে এ শহরে তারা আগেও এসেছে। তবে কবে সে-কথা বলেনি। সে কোথায় থাকে তাও বলেনি। বলবেও না মনে হয়। কেন বলবে না? নিশ্চয় ও কিছু লুকোচ্ছে।'

'হয়তো ও আমাদের কাছ থেকেই নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাইছে', বলল ওয়াচ। 'মাত্র তো পরিচয় হল। সে সবকথা আমাদেরকে বলতেই বা যাবে কেন? আমরা তো ওর কাছে একেবারেই অচেনা। ওর জায়গায় হলে আমিও এমনই করতাম।'

টিরার পক্ষ নিচ্ছে ওয়াচ বুঝতে পারল সিন্ডি। এতে অবশ্য দোষের কিছু নেই। তবে ও আশা করছে ওয়াচ তাদের কথা খোলামনে শুনবে।

'আমরা টিরাকে সন্দেহ করছি কারণ গতকাল অ্যাডামকে নিয়ে একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেছে', বলল সিন্ডি। 'সে এর মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছে কি না আমরা এখনও জানি না। অ্যাডামের আজ এখানে আসার কথা ছিল। সে আসেনি। টিরাও না। তুমি স্বীকার করো বা না করো, ওয়াচ। আমার সন্দেহ অ্যাডামের না-আসার পেছনে টিরার হাত রয়েছে।'

সিন্ডির সন্দেহ আহত করল ওয়াচকে। মলিন হয়ে গেল চেহারা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। 'টিরার ব্যাপারে আমার অন্তত কোনো সন্দেহ নেই', বলল সে। 'হয়তো অ্যাডাম এখন বাড়িতে ঘুমাচ্ছে।'

'হয়তো', বলল স্যালি। 'হয়তো শব্দটা উচ্চারণ করলে তুমি কারণ আমরা কেউ জানি না অ্যাডাম এখন কী করছে।'

'আমরা অন্ধকারে ঢিল ছুড়ছি', সিধে হল ব্রাইস।

'অ্যাডামের বাড়ি যাই চলো। গিয়ে দেখে আসি ও সত্যি বাড়ি আছে কি না। টিরার সঙ্গেও কথা বলব। কী ঘটছে-না-ঘটছে তার সরল একটা ব্যাখ্যা দরকার।'

অন্যদের সঙ্গে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল স্যালি।

'আমার মনে হয় না কোনো সরল ব্যাখ্যা পাব।' মন্তব্য করল সে।

বাড়িতেই ছিল অ্যাডাম। কড়া নাড়তে নিজেই খুলে দিল দরজা। চেহারা দেখে মনে হল ঘুম থেকে উঠেছে। ঘামে ভেজা শার্ট আর বোতাম লাগানো পাজামা পরনে। চোখ সামান্য লাল। ওদেরকে দেখে খুশি হতে পারল না অ্যাডাম। বাড়িতে আর কেউ নেই। রোববার অ্যাডামের বাবা-মা এবং বোন গির্জায় যায় প্রার্থনা করতে, ওরা জানে। তাই অবাক হল না কেউ।

'কী ব্যাপার?' ওদেরকে দেখে জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'তুমি কেমন আছ দেখতে এলাম', বলল সিন্ডি। 'নাস্তা করতে এলে না?'

হাই তুলল অ্যাডাম। 'যেতে ইচ্ছে করল না। আর সবসময় নাস্তা খেতে যেতেই হবে এমন কথা নেই।'

'কালকের ঘটনায় কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনুভব করছ না তুমি?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

বিরক্ত দেখাল অ্যাডামকে। 'কাল কিছুই ঘটেনি। তোমাদেরকে তো বললামই ভুলে যেতে।'

'এটা ভুলে যাবার মতো ঘটনা নয়।' বলল ব্রাইস।

'তুমি স্বীকার করো বা না করো সত্য ঘটনা হল গতকাল আলোর একটা বল তোমাকে আঘাত হেনেছিল। এত কোনো-না-কোনোভাবে তোমার প্রভাবিত হওয়ার কথা।'

ব্রাইসের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল অ্যাডাম। 'আমাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে তুমিই বলো। আমাকে কি অন্যরকম লাগছে? আমার গায়ের রঙ কি বদলে গেছে?'

ব্রাইস ওকে আপাদমস্তক দেখল, তারপর বলল, 'তোমার শারীরিক কোনো পরিবর্তন অবশ্য হয়নি। তবে তোমার আচার-আচরণ বদলে গেছে, অ্যাডাম।'

'কীরকম?' খেঁকিয়ে উঠল অ্যাডাম।

'তুমি আমাদের সঙ্গে খুব বাজে ব্যবহার করছ', বলল ব্রাইস। 'আমাদের সেই ভদ্র, অমায়িক অ্যাডামের সঙ্গে তোমাকে মেলাতে পারছি না। তুমি নিজেও জানো না কতটা বদলে গেছ।'

হেসে উঠল অ্যাডাম। 'তোমরা আমাকে বিছানা থেকে তুলে আনলে। কাঁচা ঘুম ভেঙে গেলে কার না মেজাজ খারাপ হয়? শোনো, আমি বড্ড ক্লান্ত। তোমরা ঠিকই বলেছ গতকালের ঘটনার শক এখনও সামলে উঠতে পারিনি।' দরজা বন্ধ করতে গেল ও। 'তোমরা এখন বিদায় হলে একটু বিশ্রাম নিতে পারি আমি।'

কপাটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল স্যালি। দরজা বন্ধ করতে পারল না অ্যাডাম।

'দাঁড়াও', বলল ও। 'আমরা তোমার বন্ধু। আমাদের সঙ্গে এরকম করছ কেন তুমি? একটা প্রশ্নের জবাব দাও। তারপরই চলে যাচ্ছি আমরা।'

অধৈর্য দেখাল অ্যাডামকে। 'কী প্রশ্ন?'

'আজ টিরার সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'না', ভাবলেশশূন্য গলায় জবাব এলো।

'ঠিক বলছ?' প্রশ্ন করল সিন্ডি।

'হ্যাঁ। টিরার সঙ্গে দেখা হবে কীভাবে? মাত্র তো ঘুম থেকে উঠলাম। ও কোথায় থাকে কিংবা ওর ফোন নাম্বার কোনোটাই জানি না আমি। ওর ব্যাপারে আমার কাছে জানতে চাইছ কেন?'

চিন্তিত দেখাল স্যালিকে। 'স্রেফ কৌতূহল। ঠিক আছে, অ্যাডাম, বিশ্রাম নাও। বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।'

'আচ্ছা', বলে নিতান্তই অভদ্রের মতো ওদের মুখের ওপর ঠাস করে দরজা বন্ধ করে দিল অ্যাডাম। ওরা থমথমে চেহারা নিয়ে পা বাড়াল রাস্তায়।

'অ্যাডামকে কখনও এরকম ব্যবহার করতে দেখিনি আমি।' উদ্বেগ নিয়ে বলল সিন্ডি।

মাথা ঝাঁকাল ব্রাইস। 'কালকের ঘটনাটা ওর ওপর সাংঘাতিক প্রভাব ফেলেছে বোঝা যায়।'

'ওর দশা আরও খারাপ হয় কি না কে জানে!' বলল স্যালি। 'তোমাদেরকে কি বলেছি আলোর বলটা ওকে আঘাত হানার পরে কয়েক সেকেন্ডের জন্য ওর চোখ সাদা হয়ে গিয়েছিল?'

'আরে দূর, এ অসম্ভব', বলল ওয়াচ।

'এ শহরে কোনোকিছু ঘটাই অসম্ভব নয়।' ওকে ধমক দিল স্যালি। 'আর টিরার পক্ষ নিয়ে একটু কম কথা বলার চেষ্টা করো। তোমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুটি এখন বিপদে আছে।'

'এসবের সঙ্গে টিরার কোনো সম্পর্ক নেই', বলল ওয়াচ। 'আলোর বল অ্যাডামকে আঘাত হেনেছে, টিরাকে নয়।'

'গাছ থেকে আলোর বল কে নামিয়ে এনেছিল শুনি?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'টিরার সঙ্গেও আমাদের কথা বলা দরকার।' বলল সিন্ডি। 'সোজাসুজি প্রশ্নের কিছু সোজা জবাব আমরা চাই।'

তবে মুশকিল হল রহস্যময়ী মেয়েটিকে কোথায় পাওয়া যাবে তা কেউ জানে না।

চার

কিছুক্ষণ পরে ওরা যে যার কাজে চলে গেল। ওয়াচ বলল সে টিরাকে খুঁজতে যাবে। খোঁজ পেলে অন্যদেরকে জানিয়ে দেবে খবরটা। ব্রাইস গেল নিজের কাজে। মেয়েরা ফিরল বাড়ি। বাড়ি ফেরার কিছুক্ষণ পর সিন্ডি স্যালির ফোন পেল।

'আমি আবার অ্যাডামদের বাসায় যাব', বলল স্যালি।

'কেন?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি। 'ও একা থাকতে চায় বলে তো আমাদের একরকম তাড়িয়েই দিল।'

'ওর সঙ্গে কথা বলতে যাব তা কিন্তু বলিনি', বলল স্যালি। 'ওর ওপর চোখ রাখতে যাব। ও কী করে দেখব। তুমি যাবে আমার সঙ্গে?'

'অ্যাডামের ওপর স্পাইগিরি করার শখ আমার নেই। সে আমাদের বন্ধু।'

'বন্ধু বলেই ওর ওপর নজর রাখতে চাই। আমি বেশ বুঝতে পারছি অ্যাডামের কিছু একটা হয়েছে।'

'ও যদি বাড়ি ছেড়ে না বেরোয়?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

'তাহলে ওর ওপর নজর রাখার দরকার নেই।'

সিন্ডি জানতে চাইল, 'কিন্তু আমাকে যেতে বলছ কেন? তুমি তো আমাকে দেখতেই পারো না। ওয়াচ কিংবা ব্রাইসকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ না কেন?'

'ওয়াচ টিরার খোঁজে গেছে। টিরা ছাড়া সে অন্যকিছু ভাবতে পারছে না। মেয়েটা যেন ওকে জাদু করেছে। ব্রাইসের জেমস বন্ড মার্কা ভাবভঙ্গি আমার পছন্দ হয় না। তার ধারণা তার জন্মই হয়েছে পৃথিবী রক্ষার জন্য।'

'ওকে তুমি পছন্দ করো বলেই তো জানি', বলল সিন্ডি।

'ওকে আমি পছন্দই করি। আমি তোমাকেও পছন্দ করি। তবে তোমরা তা বুঝতে পারো না।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ। যাকগে, এখন বলো তুমি আমার সঙ্গে যাবে কি না?'

'ওর বাড়িতে ঢুকব কী করে?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।'

'সে ভাবনা আমার ওপর ছেড়ে দাও।' বলল স্যালি।

যেতে রাজি হয়ে গেল সিন্ডি। দশ মিনিট পর অ্যাডামের বাড়ির কাছাকাছি ওরা মিলিত হবে ঠিক হল। কিন্তু অ্যাডামদের বাড়ির সামনে এসে স্যালির হঠাৎ কেন জানি মনে হল অ্যাডাম বাড়ি নেই।

'তুমি কী করে বুঝলে অ্যাডাম বাড়ি নেই?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

'স্পুক্সভিলে বড় হয়ে উঠেছি আমি। অনেক কিছু ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয় দিয়ে টের পাই। জবাব দিল স্যালি। 'আমার ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয় বহুবার আমাকে মারাত্মক সব বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। তবে আমার ভুলও হতে পারে।' জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল ও সত্যি বাড়ি আছে কি না।

পা টিপে টিপে অ্যাডামদের বাড়ির কিনারে চলে এল ওরা, উঁকি দিল বেডরুমের দরজা দিয়ে। কাউকে দেখতে পেল না। রান্নাঘর এবং লিভিংরুমের জানালা দিয়েও উঁকি দিল। বাড়িতে কেউ নেই। শেষে কড়া নাড়ল দরজায়। সাড়া দিল না কেউ।

'অদ্ভুত তো', বলল সিন্ডি। 'বলল ও ক্লান্ত। বিশ্রাম নেবে। আমরা চলে যাওয়ার পরপরই হয়তো বেরিয়ে পড়েছে অ্যাডাম।'

'ও আসলে আমাদেরকে এড়িয়ে চলতে চাইছে', বলল স্যালি।

'কিন্তু কেন?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

সিন্ডির কানে কানে বলল স্যালি, 'আলোর বলটা ওকে কোনো-না -কানোভাবে বদলে দিয়েছে।'

'বলছ কী!'

'ঠিকই বলছি। ওর ওপর কিছু একটা ভর করেছে।'

'বিশ্বাস হয় না। কী আবার ভর করবে?'

'সিন্ডি, এ শহরে ভূতুড়ে ঘটনা অনেক ঘটে। আমার ধারণা আলোর বলটা থেকে কোনো ভিনগ্রহবাসীর আত্মা ওর শরীরে ঢুকে গেছে। ওকে পোকাটোকা হয়ে যেতে দেখলে অবাক হব না মোটেই। আর এরকম কিছু ঘটলে তার জন্য দায়ী থাকবে টিরা। আলোর বল নিয়ে ওই হয়তো কারসাজি করছে।'

'কিন্তু ওকে দেখে তো বিপজ্জনক কিছু মনে হয় না', বলল সিন্ডি। 'ও মিষ্টি একটা মেয়ে। তুমি ওকে ঈর্ষা করো বলেই হয়তো এমনটা বলছ।'

'ভিনগ্রহবাসীদের আমি ঈর্ষা করি না। বাদ দাও এসব কথা। এসব নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। অ্যাডামকে খুঁজে পাওয়া দরকার।'

'ও আশপাশে কোথাও থাকতে পারে', বলল সিন্ডি।

'না', বাড়ির পেছনে চলে এসেছে স্যালি। এখানে অ্যাডাম তার সাইকেল রাখে। সাইকেলটা নেই। 'ও সাইকেল নিয়ে গেছে। তার মানে দূরে কোথাও গেছে। হয়তো রিজারভয়ারের দিকে। ওকে ধরতে চাইলে আমাদেরও সাইকেল নিয়ে বেরুতে হবে।'

'কিন্তু ও ওখানে যাবে কেন?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

'আলোর বলগুলোর সঙ্গে দোস্তি করতে হয়তো।' জবাব দিল স্যালি। 'ওখানে বিপদ-টিপদ হতে পারে। ছেলেদের কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত।'

হেসে ফেলল সিন্ডি। 'তুমি না সবসময় বলো বিপদ আর তুমি পুরোনো দোস্ত। একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে চল। এ ব্যাপারটা নিজেরাই সামাল দিতে পারব। অ্যাডাম যতই বদলে যাক, আমার বিশ্বাস ও আমাদের কোনো ক্ষতি করবে না।'

'তবে ও আগের অ্যাডাম থাকলেই হল', গম্ভীর গলায় বলল স্যালি।

রিজারভয়ারের রাস্তাটা বেশ খাড়া। সাইকেল নিয়ে ঢাল বেয়ে উঠতে কষ্ট হয়। তাছাড়া ওরা একবারের জন্যও বিরতি নেয়নি। পাহাড় চূড়ায় উঠে এল দুই বান্ধবী। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে বুঝল পরিশ্রম মাঠে মারা গেছে। অ্যাডামের চিহ্নও নেই।

আলোর বলগুলোও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সিন্ডি খুব বিরক্ত হল স্যালির ওপর। মেয়েটা ওকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে।

'অ্যাডাম ইলেকট্রিক শকটা এখনও হয়তো সামলেই উঠতে পারেনি', বলল সিন্ডি। 'অথচ সবকিছুর মধ্যে তুমি অশুভ আলামত খুঁজছ।'

'আমি এ শহরের বাস্তব চেহারা দেখতে পাই', বলল স্যালি। 'যাদের সে চোখ নেই তারা বেশিদিন বেঁচেও থাকে না। অ্যাডাম আর আলোর বল দেখতে পাচ্ছ না বলে এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই যে ওরা এখানে নেই। আশপাশেই হয়তো লুকিয়ে আছে। লক্ষ্য করছে আমাদেরকে।'

'আমার তা মনে হয় না।' বলল সিন্ডি।

আর ঠিক তখন হামলাটা হল।

কাছের একটা পাহাড়চূড়ো থেকে হঠাৎ আবির্ভাব ঘটল অ্যাডামের। সাইকেল নিয়ে সাঁসাঁ করে নেমে এল সোজা ওদেরকে লক্ষ্য করে। চেহারা দেখেই বোঝা যায় ওদেরকে স্বাগত জানাতে আসছে না অ্যাডাম। চাপা দিতে আসছে। অ্যাডামের চোখ পৈশাচিক উল্লাসে জ্বলজ্বল করছে। মোটেই মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। তীব্র ঘৃণা চোখে। সারা শরীরে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আলোর একটা আভা। বেগুনি আর লাল একটা আলোর বলয় ঘিরে আছে ওকে। চোখের চাউনি হিমশীতল। ওর দিকে একবার তাকিয়েই আত্মা খাঁচাছাড়া হওয়ার জোগাড় হল সিন্ডি এবং স্যালির। প্রাণপণে সাইকেলের প্যাডেল মারতে লাগল। পালাতে চাইছে।

তবে মুশকিল হল ওরা যাচ্ছে শহরের বিপরীত দিকে।

যে রাস্তা দিয়ে ওরা এসেছে সেদিকে একবার তাকাল স্যালি। কিন্তু সিন্ডি ইতিমধ্যে রিজারভয়ারের দিকে ছুটেছে, ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। স্যালি বুঝতে পারল বিপদ ওর হবে না, ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছে সিন্ডি। কারণ অ্যাডাম স্যালিকে বাদ দিয়ে সিন্ডির পিছু নিয়েছে। একমুহূর্তের জন্য সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগল স্যালি। অ্যাডামকে ঘিরে-থাকা আলোর বলয়টাকে ভয়ংকর লাগছে দেখতে। সিন্ডির সঙ্গে ওর প্রায়ই ঝগড়া হলেও স্যালি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে তার বান্ধবীকে রক্ষা করবে।

'ওই দানবটার কবলে সিন্ডিকে আমি পড়তে দেব না', আপনমনে বিড়বিড় করল স্যালি। বিদ্যুৎগতিতে সাইকেল ঘোরাল সে, ছুটল ওদের দিকে।

জলের ধারে চলে এসেছে সিন্ডি। অ্যাডাম দ্রুত কাছিয়ে আসছে। আলোর বলটা ওর গায়ে এনে দিয়েছে অস্বাভাবিক শক্তি। গাড়ির গতিতে চালাচ্ছে সাইকেল। স্যালি বুঝতে পারল সে ওদের কাছে পৌঁছার আগেই অ্যাডাম যে-কোনো মুহূর্তে ধরে ফেলবে সিন্ডিকে।

ওরা ঢালের নিচে। ঢাল বেয়ে নামার বদলে স্যালি ঝট করে মোড় নিল ডানদিকে, পাহাড়ের প্রান্তরেখা ধরে ছুটতে লাগল ঝড়ের গতিতে। প্রায় অ্যাডামের কাছে চলে এল ও। সাঁৎ করে সাইকেল থামাল স্যালি, লাফ দিয়ে নামল, হাতে তুলে নিল ভারী একখণ্ড পাথর। পাথর ছোড়ায় নিপুণ লক্ষ্য স্যালির। স্পুক্সভিলে ছেলেবেলা থেকে বেড়ে উঠেছে। পাথর ছুড়ে কীভাবে শয়তান তাড়াতে হয় ভালোই জানা আছে। সে অ্যাডামের সাইকেলের সামনের চাকা লক্ষ্য করে পাথর ছুড়ল। পাথরটা সবেগে সামনের চাকার স্পোকের মধ্যে ঢুকে গেল।

অ্যাডামের সাইকেল সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝাঁকি খেল। তারপর ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল।

আবার লাফিয়ে সাইকেলে চড়ল স্যালি, ছুটল সিন্ডির কাছে। ঘাড় ঘুরিয়ে স্যালিকে দেখতে পেয়ে বাহনের গতি মন্থর করল সিন্ডি। হাত নেড়ে মানা করল স্যালি।

'থেমো না।' গলা ফাটাল সে। 'চালাতে থাকো।'

'অ্যাডামের কী হয়েছে?' চেঁচিয়ে জানতে চাইল সিন্ডি।

'বলেছিলাম না ও আর মানুষ থাকবে না।' খেঁকিয়ে উঠল স্যালি। 'ভিনগ্রহের দানবে পরিণত হবে। তাই হয়েছে।'

ওদের পেছনে সাইকেল নিয়ে উঠে দাঁড়াল অ্যাডাম। দৃষ্টি দিয়ে ভস্ম করে দিতে চাইল দুই কিশোরীকে। তবে পিছু নেয়ার চেষ্টা করল না। ব্যাপারটা অবাক করল স্যালিকে। সেইসঙ্গে খানিকটা বিস্মিতও। অ্যাডাম কী মতলব এঁটেছে কে জানে?

অবশেষে সিন্ডির নাগাল পেয়ে গেল স্যালি। সিন্ডির চেয়ে সুগঠিত শরীর তার। স্যালির নিষেধ সত্ত্বেও বন্ধুকে নাগাল পেতে দেয়ার জন্য আস্তে সাইকেল চালাচ্ছে। অ্যাডাম বা যাই হোক ওটার নাম, ওদের আর পিছু নিচ্ছে না। ডিম্বাকৃতির রিজারভায়ারের পাশে অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। কারণ জানে শহরে যেতে হলে এদিক দিয়ে ফিরতে হবে ওদেরকে। ওরা সাইকেলের ব্রেক কষল। তাকাল রিজারভয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অ্যাডামের দিকে। অদ্ভুত আলোটা ওকে ঘিরে জ্বলজ্বল করেই চলেছে।

'ও দাঁড়িয়ে আছে কেন?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

'আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।' আবেগশূন্য গলায় জবাব দিল স্যালি।

'আমাদেরকে নিয়ে কী করবে?'

'সম্ভবত আমাদের হৃৎপিণ্ড আর মস্তিষ্ক থেকে ইলেকট্রিক্যাল চার্জ শুষে নিয়ে রাস্তায় ফেলে রাখবে শকুনের খাবার হবার জন্য।'

'বেশ বলেছ', বলল সিন্ডি। 'ওর মতো আমাদেরকেও বানাতে চাইছে না তো?'

'আমিও সে আশঙ্কাই করছি', জায়গাটার ওপর চোখ বুলাল স্যালি।

'কিন্তু আলোর বল তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। ওহ্ না। ওই দ্যাখো, গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে ওগুলো। অ্যাডাম কিসের জন্য অপেক্ষা করছে বুঝতে পারছি এখন। বল আসছে আমাদের পেছনদিক থেকে। আর ও সামনের রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোথাও পালিয়ে যাবার জায়গা নেই আমাদের।'

'এখন কী করব?' উৎকণ্ঠিত গলায় প্রশ্ন করল সিন্ডি।

'আতঙ্কিত হওয়া চলবে না।'

'আতঙ্কিত হব না? ভয়ে আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে। অ্যাডামের মতো দানব হওয়ার কোনো খায়েশ আমার নেই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্যালি। 'আমাদের সামনে পথ খোলা দুটো। হয় অ্যাডামের সঙ্গে লড়াই করে বেরিয়ে যাওয়ার পথ করে নিতে হবে কিংবা আলোর বলের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কোন্‌টা করবে?'

'একটাও করতে চাই না।'

'সিন্ডি', ধৈর্য নিয়ে বলল স্যালি। 'এ স্পুক্সভিল শহর। এখানে মন্দ ছাড়া ভালো কিছু ঘটে না। খারাপ এবং আরও খারাপের মাঝ থেকে যে-কোনো একটাকে বেছে নিতে হয়। হয় আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যে মারা যাব নতুবা আমাদের কপালে মৃত্যুর চেয়েও খারাপ কিছু আছে। তবে যে-কোনো একটা রাস্তা বেছে নিতেই হবে। হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না।'

'চুপ করো', দাবড়ে উঠল সিন্ডি। 'তোমার বকবকানির চোটে মাথা ধরে গেল। অ্যাডামের পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করব। বন্ধুত্বের কথা মনে করে হয়তো আমাদেরকে কিছু বলবে না। যেতে দেবে।'

'চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে না আমাদের কথা ও মনে রেখেছে।'

তবু ওরা অ্যাডামকে লক্ষ্য করে সাইকেল ছোটাল। রিজারভয়ার ঘুরে ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে সে। ও যত কাছিয়ে আসছে শরীরের জ্যোতি যেন আরও বেড়ে গেল। দপদপ করে জ্বলছে আলো। মুখ থেকে হিংস্র অভিব্যক্তিটা মুছে যায়নি এখনও। চেহারা দেখে মনে হল না সিন্ডিদেরকে চিনতে পেরেছে। বিশ্বাস করা কঠিন আজ সকালে, ঘণ্টা দুই আগেও এই ছেলেটির সঙ্গে তার বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলেছে ওরা। অ্যাডাম তখন খারাপ ব্যবহার করলেও ওদেরকে মেরে ফেলার মতো অভিব্যক্তি প্রকাশ করেনি। এখন দেখে মনে হচ্ছে সিন্ডিদের হাতের কাছে পেলে মটকে দেবে ঘাড়।

সিন্ডির ভেতরে ভয়টা ফিরে এল আবার।

'ও আমাদেরকে যেতে দেবে না', বলল সে।

'তবু ওর সঙ্গে কথা বলা দরকার। ওকে বোঝাবার চেষ্টা করব।'

'তুমি করো', বলল স্যালি।

খেঁকিয়ে উঠল সিন্ডি। 'চুপ করো। অন্য কোনো উপায় থাকলে বলো।'

চেহারা থমথমে দেখাল স্যালির। 'অন্য উপায় একটাই—আমাদেরকে যেতে না দিলে ওকে মেরে ফেলতে হবে।'

'কী! পাগল হলে নাকি? ওকে মেরে ফেলব কেন? ও আমাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'আমি ওকে খুন করতে চাই না। কিন্তু তুমি কেন বুঝতে পারছ না ও আর আগের অ্যাডাম নেই। ওর ওপর পিশাচ কোনো ভিনগ্রহবাসীর আছর পড়েছে। ও আর মানুষ নেই। কে জানে অ্যাডাম এখন মানুষের মগজ খায় কি না। হয় ওকে বেঁচে থাকতে হবে নয়তো আমাদের। আর এত অল্পবয়সে মরতেও চাই না। ভিনগ্রহবাসীর জন্য অন্তত আমাদের বেঁচে থাকা দরকার।'

'আরেকটা পাথর ছুড়লে কেমন হয়?' পরামর্শ দিল সিন্ডি। 'পাথর ছুড়ে ওকে অজ্ঞান করে দেয়া যায় না?'

গতি কমাল স্যালি। 'চেষ্টা করে দেখতে পারি। তবে সফল হব কি না জানি না।'

'দুজনে মিলে পাথর ছুড়ব', বলল সিন্ডি। 'ও কাছে আসা মাত্র।'

সাইকেল থামাল স্যালি। নেমে পড়ল। খুঁজতে লাগল পছন্দসই পাথরখণ্ড। ওদের পেছনে খুব বেশিদূরে নেই আলোর বলগুলো। ওদিকে অ্যাডামও এগিয়ে আসছে।

'ভাইনিটা লেজার পিস্তলটা যদি না নিয়ে যেত এখন খুব কাজে লাগত', একটুকরো পাথর হাতে তুলে নিল স্যালি।

'লেজার পিস্তল থাকলে অ্যাডাম এতক্ষণে মরে ভূত হয়ে যেত', বলল সিন্ডি। 'তুমিই ওকে মেরে ফেলতে। তুমি এত নিষ্ঠুর হতে কী করে?'

স্যালি রেগেমেগে কিছু বলতে যাচ্ছিল, সামলে নিল নিজেকে, ওর চোখে জল দেখে অবাক হল সিন্ডি। হাতের তেলো দিয়ে চট করে অশ্রুর ফোঁটা মুছে নিল সিন্ডি।

'অ্যাডামকে মরতে দেখতে আমার কি খুব ভালো লাগত?' ধরা গলায় বলল স্যালি। 'মনে কোরো না তুমিই শুধু ওকে নিয়ে ভাবো।'

সিন্ডি ওর কাঁধে হাত রাখল। 'আমি জানি তোমার তিরিক্ষি মেজাজ আসলে একটা ভান। ভেতরে ভেতরে তুমি খুবই দুর্বল। আমার মতো তুমিও ভয়ে অস্থির হয়ে আছ, তাই না?'

মাথা দোলাল স্যালি। 'এখান থেকে বেঁচে ফিরতে পারলে কাউকে একথা বোলো না, কেমন?'

'বলব না। তুমি আমাকে বাঁচাতে ফিরে এসেছ। আমি খুব খুশি হয়েছি। না এলে এতক্ষণে স্পুক্সভিলে পৌঁছে যেতে। আমাকে রক্ষা করার জন্য তুমি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছ। সবাই এরকম পারে না।'

'আমার অবশ্য অনেক সাহস', বলল স্যালি।

অ্যাডামের কাছ থেকে ওদের দূরত্ব ষাট মিটারের মতো। হন হন করে এগিয়েই আসছে। ম্যানিয়াকের একটা মুখোশ পরেছে যেন অ্যাডাম। ভয়ংকর লাগছে। গনগনে চোখে দয়ামায়ার লেশমাত্র নেই। মুখ হাঁ হয়ে আছে তার, গরম বাষ্পের মতো নিশ্বাস ফেলছে। স্যালি সিন্ডিকে বলল অন্তত ত্রিশ মিটারের মধ্যে না এলে যেন সে পাথর না ছোড়ে।

স্যালি অপেক্ষা করছে। অ্যাডাম এখন ত্রিশ মিটারের মতো দূরে। সিন্ডিকে ইঙ্গিত করল স্যালি। একসঙ্গে দুজনে ছুড়ল পাথর।

পাথর গায়ে লাগলই না অ্যাডামের। ওদের লক্ষ্য ঠিকই ছিল কিন্তু শূন্যে থাকতে বিস্ফোরিত হল ওগুলো। যেন শক্ত কিছুর সঙ্গে বাড়ি খেয়ে গুঁড়ো হয়ে গেছে। বালু ঝরে পড়ল রাস্তায়। নিজেদের অজান্তেই এক কদম পিছু হটল মেয়েরা। ওদের পালাবার রাস্তা বন্ধ, ভালো করেই বুঝতে পারছে স্যালি এবং সিন্ডি। অমানুষিক শক্তির অধিকারী এক শত্রু ওদেরকে ঘিরে ধরেছে।

'স্যালি', ফিসফিস করল সিন্ডি। 'কপালে খারাবি আছে আমাদের।'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল স্যালি। 'পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে তোমার তুলনা নেই।'

অ্যাডাম এবং আলোর বল ক্রমে কাছিয়ে আসতে লাগল ওদের দিকে।

পাঁচ

এদিকে সাগরসৈকতে টিরার খোঁজ পেয়ে গেছে ওয়াচ। জেটির কাছে দাঁড়িয়ে পাখিদের খাওয়াচ্ছিল টিরা। পাখিরা নির্ভয়ে আসছে টিরার কাছে, হাত দিয়ে খুঁটে খাচ্ছে পাউরুটির টুকরো। অনেকক্ষণ মুগ্ধচোখে দেখল ওয়াচ। টিরা মৃদুগলায় কথা বলছে পাখিদের সঙ্গে; যেন ওর কথা বুঝতে পারছে পাখিরা। ওয়াচ বুঝতে পারে না এই মেয়েটিকে কেন অন্যেরা সন্দেহের চোখে দেখে। ওর মতো চমৎকার মেয়ে জীবনে দেখেনি ওয়াচ। সাধারণ মেয়েরা তাকে মোটেই আকৃষ্ট করতে পারে না।

তবে স্যালি আর সিন্ডি এর ব্যতিক্রম অবশ্যই।

টিরার নাম ধরে ডাকল ওয়াচ। এগোল ধীরপায়ে। ওর গলা শুনে মুখ তুলে চাইল। মিষ্টি হাসি ফুটল মুখে। ওর হাসি যেন মেঘ কেটে ঝিক করে সূর্যের আলো বেরিয়ে আসার মতো। জামায় হাত মুছল টিরা, পা বাড়াল ওয়াচের দিকে।

'হাই', বলল ও। 'তুমি এদিকে কী মনে করে?'

'আমি আসলে তোমাকে খুঁজতে বেরিয়েছি। আধাবেলা গেল তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে।'

ওয়াচের কথা শুনে যেন খুশি হল মেয়েটা। 'কেন আমি কী কোনো অপরাধ করেছি? আমাকে গ্রেফতার করবে?'

হো হো করে হেসে উঠল ওয়াচ। এমনিতে তার মুখে খুব কমই হাসি দেখা যায়।

'অনেকের ধারণা তুমি খুব রহস্যময়ী। কিন্তু আমার তা মনে হয় না।' বলল ওয়াচ।

ওয়াচের কথায় মুখের হাসি ম্লান হল টিরার। স্পুক্সভিল শহরের পেছনের পাহাড় আর রিজারভয়ারের দিকে দৃষ্টি মেলে দিল টিরা।

'ওরা আমাকে পছন্দ করে না কেন?' নরম গলায় প্রশ্ন করল সে।

'ওরা তোমাকে অপছন্দ করে তা কিন্তু বলিনি', বলল ওয়াচ। 'ওরা আসলে অ্যাডামকে নিয়ে খুব চিন্তায় আছে। আজ সবার সঙ্গে অদ্ভুত আচরণ করেছে সে। কালকের ঘটনার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক আছে কি না ভেবে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে ওরা।' বিরতি দিল সে। 'স্যালি এবং সিন্ডির ধারণা তুমি আমাদেরকে ইচ্ছে করে পাহাড়ে নিয়ে গেছ। তুমি নাকি আগে থেকেই জানতে আলোর বলগুলো ওখানেই থাকবে।'

কৌতুকের চোখে ওয়াচের দিকে তাকাল টিরা। 'আর তোমার কী ধারণা, ওয়াচ?'

অস্বস্তি নিয়ে নড়ে উঠল ওয়াচ। 'আমার ধারণা আলোগুলোর সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক আছে।'

সাগরের দিকে তাকাল টিরা। দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা।

'সাগর কখনও বদলায় না। লাখ লাখ বছর কেটে যায় তবু সাগরের চেহারা একই রকম থাকে। তোমার কী মনে হয়?'

'সাগরের বয়স কোটি কোটি বছর। আরও কয়েক লাখ বছরেও এর কোনো পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না।'

মাথা ঝাঁকাল টিরা ম্লান চেহারা নিয়ে। 'সাগর বয়ে চলে চিরন্তন। কিন্তু মানুষ চিরদিন বাঁচতে পারে না। মানুষ জন্ম নেয়, কয়েক বছর জীবনযাপন করে। তারপর ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। চিতায় তোলা মানুষের ছাই উড়িয়ে নিয়ে যায় ঠাণ্ডা বাতাস। কবরের মানুষ মিশে যায় মাটির সঙ্গে।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'এভাবেই সবসময় ঘটে আসছে। তবে এরকম হওয়া উচিত নয়।'

টিরা ঠিক কী বলতে চাইছে বুঝতে পারল না ওয়াচ।

এমন দার্শনিক ঢঙে কথা বলে মেয়েটা। এত অল্পবয়েসী একটা মেয়ের মুখে এমন জ্ঞানী কথা মানায় না।

'তোমার কী হয়েছে?' মৃদুগলায় জানতে চাইল ওয়াচ।

মাথা নাড়ল টিরা। 'কেন?'

'না, মনে হচ্ছে কোনো সমস্যায় আছ।'

'তাই নাকি? কিন্তু আমার তো মনে হয় সমস্যায় আছ তুমি।'

ভুরু কোঁচকাল ওয়াচ। 'তোমার তাই ধারণা?'

টিরা তীক্ষ্ণচোখে দেখল ওকে। 'হ্যাঁ। তোমার সমস্যা তুমি খুব একা। তোমার সঙ্গে পরিচয়ের মুহূর্তেই বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা। তোমার আপনজন বলতে কেউ নেই। এখানে থাকো বটে তবে জায়গাটার সঙ্গে নাড়ির কোনো বন্ধন নেই তোমার। বন্ধুদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হলেও তুমি নিজেকে ওদের একজন বলে ভাবতে পারো না।' বিরতি দিল টিরা। 'ঠিক বলিনি?'

অস্বস্তি লাগছে ওয়াচের। ওর ভেতরটা এমনভাবে আর কেউ কখনও দেখেনি। মাথা নোয়াল ওয়াচ। পা চুলকাল।

'তুমি ঠিকই বলেছ', শান্ত গলা তার।

'আমি জানি তোমার অনেক সাহস', বলল টিরা। বন্ধুদের বাঁচাতে নিজের জীবন বিলিয়ে দিতেও দ্বিধা করবে না। তবে আমার ধারণা এর অন্যতম কারণ তুমি তোমার নিজের জীবনটাকে ভালোবাসো না।'

মুখ তুলে চাইল ওয়াচ। 'এটা ঠিক বললে না। আমি কখনও স্বেচ্ছায় খুন হয়ে যেতে চাইব না।'

'আমি তা বলিনি। এ পৃথিবীতে তুমি অচেনা একজন মানুষ, ওয়াচ। এখানে থাকা আসলে তোমার উচিত নয়। আর এরকম অনুভূতি তোমার প্রায়ই হয়, হয় না?'

টিরা ঠিকই বলেছে।

'তুমি বুঝলে কী করে?' জিজ্ঞেস করল ওয়াচ।

আবছা হাসি ফুটল টিরার মুখে। 'কারণ তোমাকে আমি পছন্দ করি। আগে যখন এখানে থাকতাম, একঘর লোকের মধ্যেও একা লাগত নিজেকে। তবে এখন আর তেমন মনে হয় না। আমি আর একা নই। আমি কী বোঝাতে চেয়েছি বুঝতে পেরেছ?'

'না। তোমার কথা আমার কাছে কেমন দুর্বোধ্য ঠেকছে, টিরা।'

'টিরা', ফিসফিস করল মেয়েটি। 'হ্যাঁ, অনেক দিন আগে এ নামই ছিল আমার। এখনও প্রয়োজন হলে এ নামটাই ব্যবহার করি।'

'মানে? কতদিন আগে তুমি এখানে ছিলে?'

সাগরের দিকে আবার চোখ ফেরাল টিরা। ঢেউ দেখল কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর বলল, 'আমার একটা অংশের বয়স সাগরের মতোই প্রাচীন। তবে আমার শরীরের বয়স বাড়ে না। বহু বছর ধরে বাড়ছে না।'

জোর করে হাসল ওয়াচ। 'তোমার কথা ধাঁধার মতো শোনাচ্ছে, টিরা। তুমি নিশ্চয় অমর নও।'

ওয়াচের চোখে চোখ রাখল টিরা। 'তুমি ঠিক জানো?'

মুখের রা হারিয়ে ফেলল ওয়াচ। প্রথমবারের মতো লক্ষ্য করল সুন্দরী এই কিশোরীর চেহারা থেকে যেন একটা আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সেই আলোর বলের মতো জ্বলছে টিরা। কিংবা বলা যায় বলটাই জ্বলছে।

'তোমার মধ্যে আলাদা কিছু একটা আছে', স্বীকার করল ওয়াচ।

'হ্যাঁ।'

'তুমি কি জানতে আলোর বলগুলো রিজারভয়ারে দেখা যাবে?'

'জানতাম।'

'তোমার জন্ম কি সত্যি স্পুক্সভিলে?'

'হ্যাঁ, আবার না।'

'মানে কী একথার? হয় তোমার জন্ম এখানে হয়েছে অথবা হয়নি!'

মাথা নাড়ল টিরা। 'না। জবাবটা খুব জটিল। শুধু 'হ্যাঁ কিংবা 'না'-এর জবাব হয় না। এ যেন সাদা-কালো আর ভালো-মন্দের মতো।' এক কদম আগে বাড়ল সে। ওয়াচের বুকে একটা হাত রাখল। 'আমাকে দেখে যতটা রহস্যময়ী মনে হয় আমি তার চেয়ে অনেক বেশি জটিল।'

ওর হাতে যেন শক্তি ভর করেছে। শক্তির প্রবাহ বইছে আঙুলে। পেছানোর চেষ্টা করল ওয়াচ। পারল না। টিরার চোখ থেকে নিজের চোখও সরাতে পারছে না। টিরার চোখ যেন একজোড়া খুদে আয়না, ঠাণ্ডা তারার আলো জ্বলছে তাতে। পরের প্রশ্নটা করার সময় তোতলাল ওয়াচ।

'তুমি সত্যি মানুষ তো?'

ম্লান হাসল টিরা। 'হ্যাঁ, আমি মানুষ। আবার মানুষও না। মানুষের চেয়েও বেশিকিছু। পুরো গল্পটা আমি তোমাকে বলতে চাই, ওয়াচ। বলা দরকার আমার।'

আবার এক কদম পিছু হটার চেষ্টা করল ওয়াচ। পারল না। অনেক কষ্টে ডান হাতটা তুলল তবে বুকের ওপর রাখা টিরার হাত সরিয়ে দেয়ার মতো শক্তি পেল না। টিরার হাত যেন রক্ত-মাংসের নয়। অদ্ভুত কোনো শক্তি দিয়ে তৈরি।

'কে-কেন?' তোতলাল ওয়াচ।

হঠাৎ দারুণ ভয় লাগল ওয়াচের। 'কি-কিসের জন্য?'

টিরার চোখ যেন ওয়াচের চোখে ঢুকে গেল। তার মাথার ভেতরে যেন গরম তার ঢুকল।

'আমার সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্য', বলল টিরা। 'আমার মতো হওয়ার জন্য।'

ছয়

ওই একই সময় মিস অ্যান টেম্পলটনের প্রাসাদে একটি বড় কাঠের টেবিলে বসে রয়েছে ব্রাইস পুল। বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে সরাসরি প্রাসাদে চলে আসে। কারণ ওর বিশ্বাস আলোর বলগুলো স্পুক্সভিলে নতুন কিছু নয়। টিরা এ-ব্যাপারে খানিকটা ইঙ্গিত দিলেও ব্রাইসের ধারণা স্পুক্সভিলের অতীত সম্পর্কে মিস অ্যানের চেয়ে বেশি কেউ জানে না। সে মহিলার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছে। তবে দ্বিধা-দ্বন্দ্বেও ভুগছে। কারণ ব্রাইস জানে মিস অ্যান টেম্পলটন দুইধারঅলা তরবারি। এই তরুণী, সুন্দরী ডাইনি হাসতে হাসতে এমন সব পরামর্শ দেবে যা তোমাকে ঠেলে দেবে মৃত্যুর দিকে। কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা বেঠিক খুব ভালো বুঝতে পারে মিস টেম্পলটন।

ব্রাইস ডাইনির শক্তি আর দূরদৃষ্টিকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখে। কড়া নাড়ার পর মহিলা নিজে এসে দরজা খুলল দেখে অবাক হল না ব্রাইস। ওকে ভেতরে নিয়ে গেল। মিস অ্যান যেন সবসময় আগে থেকে জেনে যায় তার সঙ্গে দেখা করতে কে আসছে।

এ মুহূর্তে তার পরনে লম্বা, সাদা আলখেল্লার মতো গাউন। হাঁটার সময় মাটিতে লুটাচ্ছে পোশাকের কিনারা। লম্বা কালো চুলগুলো খোলা, ফ্যাকাশে সাদা ঘাড় জড়িয়ে রেখেছে ঝলমলে কালো মুক্তোর মালা। এত সুন্দর লাগছে দেখতে যে ব্রাইস জিজ্ঞেস না করে পারল না এ জিনিস কোত্থেকে জোগাড় করেছে মিস অ্যান। জবাব দেয়ার আগে মুক্তোগুলোয় আদর করে হাত বুলাল সে।

'এগুলো এ পৃথিবীর নয়', অবশেষে বলল সে।

'আপনি কি এ পৃথিবীর?' সাহস করে প্রশ্নটা করেই ফেলল ব্রাইস।

কাঁধ ঝাঁকাল মহিলা। 'তোমরা জানো এ শহরে জন্ম আমার। পাবলিক রেকর্ডেও তাই লেখা। তারপরও জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'গুজব আছে আপনি এ পৃথিবীর কেউ নন। অন্য ভুবন থেকে এসেছেন। মানে আপনার বাবা-মা ভিনগ্রহবাসী।'

'এসব গুজবে বিশ্বাস করো তুমি?' জিজ্ঞেস করল সে।

'বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয় এটা। আমি আসলে সত্যটা জানতে চাই।'

হাসল অ্যান। 'বিশ্বাসের একটা মাত্রা থাকে। ভক্তির কোনো মাত্রা নেই। জানো সেকথা?'

'না। আমার কোনোকিছুতে ভক্তি নেই। ভক্তি আমার কাছে অন্ধ অযৌক্তিক।'

'সব প্রেমই অন্ধ', বলল ড্রাইনি। 'প্রেম তোমার কাছে অযৌক্তিক মনে হয়?'

একটু চিন্তা করে ব্রাইস বলল, 'আমি আসলে এসব নিয়ে কখনও ভাবিনি। তাছাড়া প্রেমে পড়ার বয়স আমার এখনও হয়নি।'

'কিন্তু তোমার মধ্যে প্রেম আছে, আছে ভালোবাসা। সেই সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত তুমি অন্ধও, মি. পুল। আর তোমার এ দিকটা আমি পছন্দ করি। তোমার অনেক সাহস। নইলে এখানে আসতে পারতে না। কী ভাবছ?'

ব্রাইস বলল, 'আমি কী ভাবছি আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন।'

'তা পারছি তবে তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।'

'আপনি সত্যি মানুষের মনের কথা বুঝতে পারেন?'

'পারি। ব্যাপারটা খুব সহজ। তোমাকে নিজের ভেতরটা নীরব করে নিতে হবে। তারপর তুমি মানুষের মনের কথা শুনতে পাবে। তবে এখন টেলিপ্যাথি শেখানোর সময় নয়। তুমি অ্যাডামকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছ।'

'জ্বি গতকাল রিজারভয়ারে বেড়াতে গিয়ে আমরা কতগুলো অদ্ভুত আলোর বল দেখতে পাই। একটা বল আছড়ে পড়ে অ্যাডামের গায়ে।

কয়েক মিনিট জ্ঞান ছিল না তার। তারপর থেকে সে অদ্ভুত আচরণ করছে।'

মিস টেম্পলটন ডান হাতটা নিজের কপালে ছুঁইয়ে চোখ বুজল। কয়েক মুহূর্তে ঘনঘন শ্বাস ফেলল সে।

'রিজারভয়ারে তোমার সঙ্গে আর কে কে ছিল?' জিজ্ঞেস করল সে।

'স্যালি, সিন্ডি, ওয়াচ, অ্যাডাম আর টিরা।'

ঝট করে খুলে গেল ডাইনির চোখ। 'টিরা কে?'

'ওর পুরো নাম আমাদের বলেনি। শহরে নতুন এসেছে। যদিও বলছে অনেকদিন আগে নাকি এদিকেই থাকত।' বিরতি দিল ব্রাইস। 'আপনি চেনেন ওকে?'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল মিস টেম্পলটন, দৃষ্টি সুদূরে প্রসারিত।

'হ্যাঁ', অবশেষে বলল সে। 'আমি চিনি টিরাকে। অবশ্য যদি এ মেয়ে সেই টিরা হয়ে থাকে। আলোর বলের আঘাতে অ্যাডামের কী হল বলো।'

'কিছুক্ষণ জ্ঞান ছিল না ওর। তারপর আলোর বলগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল একসঙ্গে। চোখ মেলে চাইবার পর বলল আলোর বলের কথা নাকি তার মনেই নেই। বলল আমরা এ বিষয়টি নিয়ে যেন আর কথা না বলি। ঘটনাটি যে ঘটেছে সেটা সে স্বীকারই করল না। আজ সকালে ওর সঙ্গে দেখা করতে গেছি। খুবই বাজে ব্যবহার করেছে আমাদের সঙ্গে। আগের অ্যাডামের সঙ্গে কিছুতেই মেলাতে পারছিলাম না ওকে।'

'এতে আমি অবাক হচ্ছি না', কপালে আবার হাত রাখল মিস অ্যান টেম্পলটন। আবার ঘন হয়ে উঠল শ্বাসপ্রশ্বাস। কিছু একটা দেখতে বা মনোযোগী হতে কৌশলটা খাটাচ্ছে ডাইনি, বুঝতে পারল ব্রাইস। তবে কী ব্যাপারে তা বুঝতে পারল না। মিস অ্যান কিছুক্ষণ পর জানতে চাইল, 'তোমার অন্যান্য বন্ধুরা কোথায়?'

'ঠিক জানি না। ওয়াচ গেছে টিরার খোঁজে। সিন্ডি আর স্যালি বোধহয় বাড়িতে।'

'ওরা বাড়িতে নেই। ওরা বিপদে আছে।'

একটা ঝাঁকি খেল ব্রাইস। 'ওরা কোথায়? আমি এক্ষুনি যাব ওদের কাছে।'

কপাল থেকে হাত নামাল মিস টেম্পলটন, খুলল চোখ। মাথা নাড়ল ধীরে ধীরে। 'ওরা রিজারভয়ারে। হামলা হয়েছে ওদের ওপর। তবে ওদেরকে সাহায্য করতে পারবে না তুমি। তুমি ওদের কাছে পৌঁছার আগেই যা ঘটার ঘটে যাবে।'

'কী ঘটবে? আলোর বলগুলো কি আবার ফিরে এসেছে?'

কথা বলল ডাইনি, যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এলো কণ্ঠ। 'হ্যাঁ। ওগুলো ফিরে এসেছে।'

উত্তেজিত হয়ে উঠল ব্রাইস। 'স্যালি এবং সিন্ডিকে সাহায্য করার কি কোনোই উপায় নেই? ওদের কিছু হলে আমি কষ্টে মরে যাব।'

ওর উদ্বেগ দেখে হাসল ডাইনি। 'সমবেদনা তোমার নতুন আবেগ। এর ফলে অনিশ্চিত একটা বোধ জেগেছে তোমার মধ্যে। ভালো, এটা বেশ ভালো। তুমি আত্মকেন্দ্রিক। আর এত কমবয়েসী ছেলের আত্মকেন্দ্রিক হওয়া মোটেই ঠিক নয়।'

সিধে হল ব্রাইস। 'নিজের কথা ভাবছি না আমি। শুধু জানি ওদের সাহায্য করা দরকার।'

'বসো। তোমাকে তো বললামই তুমি যেতে যেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। চিন্তা কোরো না, ওদের মাথায় অনেক বুদ্ধি। নিজেদেরকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার মতো বুদ্ধি ও কৌশল ওদের জানা আছে নিশ্চয়।'

'যদি না পারে?'

কাঁধ ঝাঁকাল মিস টেম্পলটন। 'তাহলে ওরাও বদলে যাবে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বসল ব্রাইস। 'এই আলোর বলগুলো কী? কোত্থেকে এসেছে?'

'এগুলোর আসার কারণ তোমাকে বলতে পারব না আমি। টিরা হয়তো পারবে।'

'বলের সঙ্গে টিরার কোনো সম্পর্ক আছে?' জিজ্ঞেস করল ব্রাইস।

'হ্যাঁ। অবশ্যই আছে।'

হাত মুঠো করল ব্রাইস। 'আমি জানতাম। জানতাম ওকে বিশ্বাস করা উচিত হবে না। ওর সঙ্গে বলের কী সম্পর্ক?'

'সে লম্বা গল্প। বোঝার জন্য আলোর বলের উৎপত্তি কীভাবে হল তা জানতে হবে তোমাকে। তবে ওগুলোকে বল বোলো না। ওগুলোর একটা নাম আছে।'

'কী নাম?'

মাথা নোয়াল ডাইনি। যেন ভয় পেয়েছে। কেঁপে উঠল শরীর। মুখ তুলে চাইল সে। স্বাভাবিক দৃষ্টি।

'ওদের নাম নো ওয়ান্স। ' বলল সে।

'কেন?'

'কারণ ওরা তা-ই। ওরা আসলে কেউ না বা কিছু না। আর সমস্যা এটাই।'

'বুঝলাম না।' বলল ব্রাইস।

'ওরা নো ওয়ান্স হতে চায় না। নো ওয়ান বলেই ওদের একটা সমস্যা আছে', বিরতি দিল মিস টেম্পলটন, চোখে ছায়া ঘনাল। 'অন্যের শরীর আশ্রয় করে ওদেরকে বেঁচে থাকতে হয়।'

সাত

স্যালি এবং সিন্ডির অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়। আলোর বল অমানুষিক শক্তি এনে দিয়েছে অ্যাডামের গায়ে। স্যালি ও সিন্ডিকে দুহাতে জাপটে ধরে হিড়হিড় করে গাছের কাছে নিয়ে এসে তাদেরকে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলতে কয়েক মিনিট লেগেছে মাত্র। রশি অ্যাডামের কাছেই ছিল। ধস্তাধস্তি করেও কোনো লাভ হয়নি। যেন দশজন মানুষের শক্তি ভর করেছে অ্যাডামের শরীরে। ওদের আপত্তি কানেই তোলেনি সে।

গাছের সঙ্গে বান্ধবীদের কষে বেঁধে ফেলে এক কদম পিছিয়ে এল অ্যাডাম। দেখছে ঠিকমতো বাঁধা হয়েছে কি না। হাত এবং পা বেঁধেছে অ্যাডাম। স্যালিদের লক্ষ্য করে আলোর বলগুলো এগিয়ে আসছে এখনও। ওদের কাছে পৌঁছে যাবে শিগগির।

'আমার কথা শোনো', সিন্ডি অনুনয় করল অ্যাডামকে।

'এরকম কোরো না। আমরা তোমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। বলগুলো এখুনি চলে আসবে। তার আগেই আমাদের ছেড়ে দাও, প্লিজ। কাল একটা বলের আঘাতে তোমার কী হয়েছিল মনে আছে? তুমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে। তারপর থেকে তুমি আর নিজের মধ্যে নেই। ওই আলোর বলগুলো যেভাবেই হোক নিয়ন্ত্রণ করছে তোমাকে। তোমাকে দিয়ে এসব করাচ্ছে। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো।'

মাথা নাড়ল অ্যাডাম। এখনও জ্বলজ্বল করছে চোখ।

'তোমরাই আসলে বোঝার চেষ্টা করছ না', খনখনে গলায় বলল অ্যাডাম। 'নো ওয়ানদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার একটা সুযোগ আমি করে দিচ্ছি তোমাদেরকে। তোমাদের শরীরে ওরা প্রবেশ করলে তোমরা ওদের মতোই হয়ে উঠবে। তোমরা সম্পূর্ণ হবে।'

'কিন্তু আমরা যদি সম্পূর্ণ হতে না চাই?' জিজ্ঞেস করল স্যালি। 'আমি অসম্পূর্ণই থাকতে চাই। আমি যেমন ছিলাম তেমন থাকতে চাই।'

ঘোঁতঘোঁত করল অ্যাডাম। 'তোমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কিছু আসে-যায় না। শুধু প্রার্থনা করো যে নো-ওয়ান তোমার শরীরে ঢুকবে সে যেন পেটুক না হয়। তাহলে তোমার সমস্ত ব্যক্তিত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'তোমার সমস্ত ব্যক্তিত্ব কি ধ্বংস হয়ে গেছে, অ্যাডাম?' করুণ গলায় জানতে চাইল স্যালি।

নিজের নাম শুনে যেন চমকে উঠল অ্যাডাম। তারপর আবার স্বমূর্তি ধারণ করল সে কিংবা বলা যায় তার ভেতরের জিনিসটা। আবার ঘোঁতঘোঁত করল সে।

'আমি অ্যাডাম নই। আমি তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।' অদ্ভুত কণ্ঠে বলল সে। 'এ এমন এক শক্তি যার কথা সে কোন দিন কল্পনাও করেনি।'

'কিন্তু অ্যাডামের মতো দয়া কিংবা মহানুভবতা তোমার মধ্যে নেই।' প্রতিবাদের সুরে বলে উঠল সিন্ডি। 'তার শরীর দখল করার পর এ গুণগুলো ধ্বংস করে দিয়েছ তুমি। যে-কোনো কিছুর চেয়ে ওগুলো অনেক বেশি শক্তিশালী।'

হেসে উঠল সে। 'তোমাদের ভাই ধারণা। দয়া বা মহানুভবতার কোনো মূল্য নেই আমার কাছে। তোমাদেরকে আমি ছাড়ছি না। হয় আমার মতো হতে হবে তোমাদেরকে নয়তো মরবে।'

'তোমার মতো হওয়ার চেয়ে মরণও ভালো', দৃঢ় গলায় বলল স্যালি।

'কথাটা বলা তোমার উচিত হল না', বিড়বিড় করল সিন্ডি।

স্যালির দিকে এক কদম বাড়ল অ্যাডাম। ডান হাত তুলল। আঙুলের ডগা দিয়ে বেরিয়ে এল স্ফুলিঙ্গ। মুখে বিকট হাসি। সে ঝুঁকল স্যালির দিকে, ভয়ংকর গলায় বলল, 'আমার আঙুল তোমার কানে এখন ঢুকিয়ে দিলে মাখনের মতো গলে যাবে মগজ।' হিসহিস করছে সে। 'ভয়ংকর মৃত্যু হবে তোমার। শহরের মানুষও শুনতে পাবে তোমার মরণ আর্তনাদ।'

ওর মুখে থুতু ছিটাল স্যালি। 'আমি তোমাকে ভয় পাই না। তোমার মতো জন্তুর সামনে আমি কখনোই চিৎকার দেব না। কারণ আমার চিৎকার শুনে তুমি মজা পাবে। আর তোমাকে সে মজাটুকু পেতে দেব না।'

'স্যালি', কাঁদো-কাঁদো গলা সিন্ডির। 'ওর সঙ্গে এভাবে কথা বলা ঠিক হচ্ছে না। আমরা ওর হাতে বন্দি। তুমি নিশ্চয় চাও না তোমার মগজ মাখনের মতো গলে যাক।'

অ্যাডামের ভেতরের পশুটা গর্জে উঠল। 'কী চাও তুমি, মেয়ে? মৃত্যু নাকি অমরত্ব! সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার তোমার।'

স্যালি জানতে চাইল, 'তোমার মতো পশু না হয়েও অমরত্ব লাভ করা যাবে?'

খ্যাঁকখ্যাঁক করে হেসে উঠল অ্যাডাম। আলোর বলগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'তোমাদের শরীরে আমরা প্রবেশ করব। তোমাদের সমস্ত ঔদ্ধত্য ধ্বংস করে দেব। তোমরা আর মানুষ থাকবে না।' চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল সে। 'আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।'

'অ্যাডাম', ডাকল সিন্ডি। 'তুমি এসব থামাতে পারো। প্লিজ, থামাও।'

কর্কশ গলায় জবাব এল, 'অ্যাডাম নেই। সে মরে গেছে।'

সাইকেলে চড়ে বসল অ্যাডামরূপী দানব। ছুটল স্পুক্সভিলের দিকে। আলোর বলগুলো বড়জোর ষাট মিটার দূরে। সংখ্যায় কমপক্ষে কুড়িটি, ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে, যেন রক্তের গন্ধ পেয়েছে। রশি ছেঁড়ার জন্য ধস্তাধস্তি করল স্যালি ও সিন্ডি। কিন্তু কাজ হল না। শেষে হাল ছেড়ে দিল।

'অ্যাডাম বলগুলোকে নো ওয়ান্স বলে সম্বোধন করেছে', বিড়বিড় করল সিন্ডি।

'ওগুলোর যে-নামই হোক এ-মুহূর্তে আমি তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না।' বলল স্যালি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সিন্ডি। 'আমাকে বাঁচাতে তোমার আসা উচিত হয়নি। শহরে গিয়ে সবাইকে সাবধান করে দেয়া উচিত ছিল।'

'কথাটা আংশিক সত্যি। আমি এতক্ষণে শহর ছেড়ে কেটে পড়তাম।'

বলগুলো দারুণভাবে জ্বলছে। আর মাত্র ত্রিশ মিটার দূরে ওগুলো। ক্রমে আরও কাছিয়ে আসছে।

'এখন কী করবে?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

'তুমিই বলো।' বলল স্যালি।

'নো ওয়ানদের ভয় দেখানো যায় না?'

'মনে হয় না। কারণ আমাদের চেহারা তেমন ভীতিকর নয়।'

'ওগুলো আমাদের ওপর ভর করলে কী ঘটবে বলো তো?'

'সাইকেল চালিয়ে শহরে ফেরার সময় অন্তত ক্লান্ত হবো না', ঠাট্টার সুরে বলল স্যালি।

'তুমি ভয় পাওনি?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

'পাইনি আবার! ভয়ে আমার পেটের ভাত চাল হয়ে গেছে।'

আলোর বলগুলো আর পনেরো মিটার দূরে। মাটি থেকে ছয় মিটার উচ্চতায় ভেসে রয়েছে। কোন্‌টা আগে ওদের ওপর হামলা চালাবে সে প্রতিযোগিতায় যেন মত্ত। রশি ছেঁড়ার জন্য আবার চেষ্টা করল সিন্ডি। কিন্তু বাঁধন আরও শক্ত হয়ে এঁটে বসল গায়ে।

'এখান থেকে মুক্তি পেতেই হবে', বলল সিন্ডি।

'দুঃখিত। আমার পকেটে ছুরি নেই', বলল স্যালি।

'তোমার বিক লাইটারের কী হল? ওটা তো সবসময় সঙ্গে থাকে।'

উজ্জ্বল দেখাল স্যালির চেহারা। 'ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। ওটা আমার পেছনের পকেটে আছে। ভুলেই গিয়েছিলাম জিনিসটার কথা। লাইটার জ্বালাতে পারলে রশি পোড়ানো যেত', ধস্তাধস্তি করতে করতে বলল স্যালি। 'আশা করি জিনিসটা পেয়ে যাব।'

'জলদি করো।' একটা আলোর বল ওকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসতে দেখে আর্তনাদ করল সিন্ডি।

অ্যাডামের দানব ওদেরকে পিছমোড়া করে বেঁধেছে। এতে অবশ্য সুবিধেই হল স্যালির। সে পেছনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। লাইটারের ছোঁয়া পেল আঙুল। লাইটার জ্বেলে রশি পোড়াতে গিয়ে হাতে আগুনের ছ্যাঁকা খেল স্যালি।

'উহ্।' কাতরে উঠল সে।

'লাইটার ফেলে দিয়ো না।' হিসিয়ে উঠল সিন্ডি।

'ফেলিনি। আমার চামড়া পুড়ে গেছে।'

'তাতে কিছু যায়-আসে না। নাকি কান্না বন্ধ করো। রশিতে আগুন ধরাও।'

অপমান বোধ করল স্যালি। 'কোথায় সহানুভূতি জানাবে তা না উল্টোপাল্টা কথা বলছ। আমার আঙুল জ্বলছে।'

'আগুনের ছ্যাঁকা খেলে আঙুল একটুআধটু জ্বলেই।' বলল সিন্ডি। তাতে কিছু আসে-যায় না। সে মুখ তুলে চেয়ে দেখল আলোর বলটা আর মাত্র পাঁচ মিটার দূরে। ক্ষুধার্ত একটা প্রাণীর মতো লাগছে দেখতে। 'রশি পোড়াও।'

'আচ্ছা বাবা, আচ্ছা। আমার পক্ষে যেটুকু সম্ভব করছি', স্যালি লাইটার নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করল। তারপর নাক টানল। 'ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছি।'

'গন্ধ তো পাবেই। রশি পুড়তে শুরু করেছে। পোড়াও। পোড়াও। থেমে থেকো না।'

স্যালির চেহারা শুকনো দেখাল। ঘাড় ঘুড়িয়ে পেছনটা দেখার চেষ্টা করল।

'রশি পোড়াতে গিয়ে আবার গাছে আগুন ধরিয়ে দিইনি তো?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

সিন্ডি দেখল কমলা রঙের আগুনের একটা শিখা লকলক করছে গাছের পেছনে। শিখাটা স্যালির রশির নয়, ওপরের দিকে উঠছে ওটা।

'হ্যাঁ', বলল সিন্ডি। 'তুমি গাছের ছালে আগুন লাগিয়ে দিয়েছ। তবে এতে কোনো লাভ হবে না। লক্ষ্য ঠিক করো। রশিতে আগুন ধরাও।'

'সর্বনাশ।' আঁতকে উঠল স্যালি। 'গাছে আগুন লেগে গেছে। আমি এবার নির্ঘাত পুড়ে মরব।'

'বকবক বন্ধ করো।' গলা ফাটাল সিন্ডি। 'যা করতে বলেছি করো। রশিতে আগুন ধরাও।'

আবার অপমান বোধ করল স্যালি। 'এভাবে নিষ্ঠুরের মতো কথা বলার অধিকার তোমার নেই।'

'নিষ্ঠুরতার নিকুচি করি।' দাবড়ে উঠল সিন্ডি। 'বলটা আমাকে ধরে ফেলল। জলদি করো।'

'ঠিক আছে।' বলল স্যালি। আবার লাইটার জ্বালানোর চেষ্টা করল। 'আমি রশিতে আগুন ধরাচ্ছি। তুমি গাছের আগুন নেভানোর চেষ্টা করো।'

'কীভাবে করব? ফুঁ দিয়ে নেভাব?'

'থুতু ছিটিয়ে চেষ্টা করতে পারো', পরামর্শ দিল স্যালি।

'এমন হাস্যকর কথা জীবনেও শুনিনি। আমার মুখে অত থুতু নেই। তুমি অ্যাডামের মুখে থুতু ছিটিয়ে আসো না কেন? আমি তো ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলাম। শুনল না।'

'যার ওপর ভূতুড়ে শক্তি ভর করে তার সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। তবে আমি সিরিয়াস, সিন্ডি। গাছটা আগুনের মতো গরম হয়ে গেছে। যে কোনো মুহূর্তে আমার চুলে আগুন ধরে যাবে। থুতু ছিটাও।'

সিন্ডি স্যালির গাছ লক্ষ্য করে থুতু ছিটাল। কিন্তু থুতু গিয়ে পড়ল স্যালির মুখে।

'অ্যাই।' খেঁকিয়ে উঠল স্যালি। 'ভালো হবে না বলছি।'

'ভুল হয়ে গেছে, স্যরি। কথা না বলে কাজ করো।' গলা বাড়াল সিন্ডি। আলোর বলটা ওর মাথা থেকে মাত্র তিন মিটার দূরে। 'ধ্যাত, আজ বাড়ি থেকে বেরোনোই উচিত হয়নি।'

'স্পুক্সভিলে বাড়িতেও কেউ নিরাপদ নয়', বিড়বিড় করল স্যালি। লাইটার দিয়ে রশি পোড়ানোর চেষ্টা করছে। ওকে যে-গাছটার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে সেটার কয়েকটা ডালে ইতিমধ্যে আগুন ধরে গেছে। আলোর বলের দিকে ধোঁয়া ঠেলে নিয়ে গেল বাতাস। তবে বলটার গতি তাতে রোধ হল না। ওটা হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসতেই লাগল। 'আমি একটা মেয়েকে চিনতাম। সে কখনো বাইরে বেরুত না। কিন্তু ও জানত না ওর বালিশের নিচে ক্রমে বড় হয়ে উঠছে একটা উইপোকা। দানব পোকাটা একদিন ওকে খেয়ে ফেলে। মেয়েটার নাম ক্যাথি। সে...'

'প্লিজ', ককিয়ে উঠল সিন্ডি। ওর মাথার মাত্র এক মিটার দূরে আলোর বল! শক্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে গা থেকে— বৈদ্যুতিক একটা শক্তি। সিন্ডির চুলের ডগা সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল।

'গল্পটা আরেক দিন শুনব।'

একমুহূর্ত পর রশির বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করল স্যালি। লাফ মেরে খাড়া হল, চলে এল সিন্ডির পাশে। বলটা এখন ঠিক ওদের মুখের সামনে। থাবড়া মেরে ওটাকে সরিয়ে দিতে চাইল স্যালি। কিন্তু ভয়ে কাজটা করল না। যদি ওকে হামলা করে। তবে বল হামলে পড়ার আগেই সিন্ডিকে বন্ধনমুক্ত করতে পারল স্যালি। ছুটল সাগরের দিকে। ওখানে ওদের সাইকেল আছে। সাইকেলে উঠতে পারলেই পগারপার।

এমন সময় নো ওয়ানদের দ্বিতীয় মেঘটাকে দেখতে পেল ওরা। পাহাড়ের ওপাশে।

সংখ্যায় আগেরগুলোর চেয়ে অনেক বেশি।

ভয়ে আর আতঙ্কে জমে গেল ওরা।

কয়েক হাজার। শিউরে উঠল সিন্ডি।

মাথা ঝাঁকাল স্যালি। 'শহরের প্রতিটি মানুষের জন্য একটা করে। তবে ভাগ্য ভালো ওগুলো দ্রুত ছুটতে পারে না। অন্তত শহরের লোকজনকে সাবধান করে দেয়ার সময় পাব।'

সায় দিল সিন্ডি। 'অ্যাডাম আমাদেরকে এজন্যই দানবে রূপান্তর ঘটাতে চেয়েছে যাতে মানুষজনের ওপর চড়াও হতে পারি। ও বোধহয় শহরে গেছে এ মতলবেই। বলল না কাজ আছে?'

অ্যাডাম স্যালিকে যে-গাছটার সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল সেদিকে হাত তুলে দেখাল ও। দাউদাউ আগুনে পুড়ে যাচ্ছে গাছ। তবে নো ওয়ান্সের মেঘটার তাতে যেন ভ্রূক্ষেপ নেই। আগুনের শিখা এড়িয়ে চলার চেষ্টা নেই তাদের।

'আগুনও ওদের ক্ষতি করতে পারে না।' বলল স্যালি।

'ওদেরকে হত্যা করার উপায় কী?'

'ওদের কি আদৌ হত্যা করা সম্ভব!' আপনমনে বলল সিন্ডি।

আট

ওয়াচ এবং টিরা স্পুক্সভিলের পাহাড়ে এসেছে। টিরাই ওয়াচকে নিয়ে এসেছে এখানে। তবে কেন এসেছে বলেনি। টিরার কথাগুলো এখনও বনবন করে ঘুরপাক খাচ্ছে ওয়াচের মাথায়। নিজেকে বোঝাতে চাইল টিরাকে আসলে সে ভুল বুঝেছে কিংবা মেয়েটা ওকে নিয়ে মশকরা করেছে। অবশ্যই টিরা মানুষ। ওরা দুজনেই মানুষ। কেউ কারও ওপর ভর করতে পারে না। টিরা ওকে নির্বাচিত করেছে। একথাটার অর্থই বুঝতে পারছে না ওয়াচ।

টিরা ওয়াচকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ ওর দিকে ফিরল সে। চোখে চোখ রাখল। টিরার চোখ আর আগের মতো জ্বলজ্বল করছে না। ওর চোখ কী সুন্দর, মুগ্ধ হয়ে আবার ভাবল ওয়াচ। যেন জাদু মাখানো। এই চোখ ওয়াচকে জাদু করেছে সন্দেহ নেই।

'তুমি আমার কাছে কী জানতে চাও?' বলল টিরা। 'আমাকে যে-কোনো প্রশ্ন করতে পার। আমি তোমার কাছে মিথ্যা বলব না।'

'তোমার বয়স কত?' জিজ্ঞেস করল ওয়াচ।

'তোমার কত মনে হয়?' পাল্টা প্রশ্ন করল টিরা।

'এগারো/বারো', বলল ওয়াচ।

হাসল টিরা। 'আমি বারোতে পড়ার পর থেকে আমার বয়স থেমে গেছে। মানে আমার আর বয়স বাড়েনি। তাও অনেক দিন হল, একশ বছরেরও বেশি হবে— যদিও আমার বয়স তারও বেশি। আমার শরীরের একটা অংশের বয়স সেরকমই', একটু থামল টিরা, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে হাত তুলে দেখাল। 'আমার বয়স ওই আকাশের সমান।'

'তুমি অমর?'

'হ্যাঁ। তুমিও ইচ্ছে করলে হতে পারবে।'

হাত তুলল ওয়াচ। 'দাঁড়াও। দাঁড়াও। তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। শুরু থেকে বলো তো।'

টিরা বলল, 'শুরুটা আগেই বলেছি। আমি তোমার মতোই ছিলাম। এ শহরে বাস করতাম। তবে এখানে থাকতে ভালো লাগত না আমার। আমারও বন্ধুবান্ধব ছিল। তবে কেউ বুঝতে পারত না আমাকে। একা থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। একাকিত্ব ভালো লাগত না আমার, তবু একা থাকতে চাইতাম। ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা ঘুরে বেড়াতাম এসব পাহাড়ে। একা । দিন বা রাত যখন খুশি বেরিয়ে পড়তাম। কেউ আমাকে নিয়ে ভাবত না। আমাকে নিয়ে কারও মাথাব্যথাও ছিল না। তারপর এক রাতে ওই পাহাড়টার চুড়োয় উঠি আমি।' ওদের পেছনের উঁচু পাহাড়টা আঙুল দিয়ে দেখাল টিরা।

'তারপর কী হল?' জিজ্ঞেস করল ওয়াচ। টিরার কথা এখন আর অবিশ্বাস্য লাগছে না ওর কাছে।

'আমি প্রার্থনা করলাম', সরল গলায় বলল টিরা।

'কিসের জন্য?'

'এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য। প্রার্থনা করলাম কষ্টের মানব জীবন থেকে মুক্তি পাবার জন্য।'

'তুমি মরতে চাইলে?' অবাক হল ওয়াচ।

মাথা নাড়ল টিরা। 'না। আমি বাঁচতে চেয়েছি। তবে অন্যরকমজীবন নিয়ে। আমি নক্ষত্র ছুঁতে চেয়েছি। চেয়েছি সময়ের স্রোতে উড়ে বেড়াতে, ভেসে যেতে।'

'তারপর?'

ইতস্তত করল টিরা। 'ওটা এল।'

ভুরু কোঁচকাল ওয়াচ। 'কী এল?'

'ওটার কোনো নাম নেই। কেউ হয়তো একসময় ওটার নাম দিয়েছিল নো ওয়ান। তবে নামে কী আসে-যায়।' গভীর চোখে ওয়াচের দিকে তাকাল টিরা। 'একটা আলোর বল এল, ওয়াচ। আমার ভেতরে ঢুকে পড়ল, হয়ে উঠল আমার শরীরের একটা অংশ। আমি যেমন ওকে

খুঁজছিলাম ও-ও তেমনি আমাকে খুঁজছিল। তারপর থেকে আমি ওটা হয়ে গেছি, আর ওটা হয়ে গেছে আমি। আমার এখন অনেক শক্তি। আমি এখন যেখানে ইচ্ছা যখন খুশি যেতে পারি। আমি কোনোদিন বুড়ো হব না। কোনোদিন মৃত্যু হবে না আমার।' ওয়াচের কাঁধ চেপে ধরল সে। 'তোমাকে ব্যাপারটা উত্তেজিত করে তুলছে না? এরকম কিছুই তো তুমি চাইছ?'

টিরার গল্পটা অবিশ্বাস্য। কিন্তু ওয়াচ ওর প্রতিটি কথা বিশ্বাস করেছে। ও যেন পরিচয়ের শুরু থেকে বুঝতে পেরেছিল টিরা সম্পূর্ণ মানুষ নয়।

'কিন্তু তোমার ভেতরে কী ঢুকল?' জিজ্ঞেস করল সে। 'কী ছিল ওটা?'

'ওটা কী ছিল তা বোঝানো মুশকিল। আর ব্যাখ্যার প্রয়োজনও নেই। অদ্ভুত, অপূর্ব কিছু একটা।'

'কিন্তু আলোর বলটা এল কোত্থেকে?' জানতে চাইল ওয়াচ।

'জানি না। শুধু জানি আমার প্রার্থনার জবাবে এসেছে ওটা। তোমার প্রার্থনারও জবাব দিতে পারে সে। তুমিও এই বিরাট আলোর শক্তির সঙ্গে যোগ দিতে পারো।'

এক কদম পিছিয়ে গেল ওয়াচ। মাথা নাড়ল।

'আমার ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না। আলোর বলটা অ্যাডামকে হামলা করার পর কী ঘটেছে জানোই তো। ও অদ্ভুত আচরণ করছে। সে আর নিজের মধ্যে নেই।'

টিরা বলল, 'ও আর তাহলে আগের অ্যাডাম নেই? যে অ্যাডামকে তুমি চিনতে সে এখন বদল গেছে, তাই তো? তবে এ পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে সে খাপ খাইয়ে নেবে। যে ওর ওপর ভর করেছে সে নিষ্ঠুর প্রকৃতির। তবে আমরা সবাই নিষ্ঠুর নই। আমাদের অনেকেরই দয়ামায়া আছে। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো, ওয়াচ। আমরা সবাই একটা ঘর চাই বসবাস করার জন্য। প্রত্যেককেই কারও-না-কারও ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হয়।'

'তুমি এসবের সঙ্গে আমাকে যুক্ত হতে বলছ?'

উত্তেজিত গলায় বলল টিরা, 'হ্যাঁ। তুমি যার সঙ্গে যুক্ত হবে আমি তাকে পছন্দ করে দেব। সবচেয়ে হৃদয়বান কেউ, যার সঙ্গে তোমার ব্যক্তিত্ব খাপ খায়।'

'কিন্তু তুমি তো এদেরকে 'কেউ না' বা 'নো ওয়ান' বলছ। এদের আবার ব্যক্তিত্ব থাকে কী করে?'

'ব্যক্তিত্ব একটা ভুল শব্দ। ওদের প্রকৃতি রয়েছে, যেমন তোমার একধরনের প্রকৃতি রয়েছে।' ওর হাত খপ করে চেপে ধরল টিরা, চাপ দিল। 'একবার ভেবে দ্যাখো, ওয়াচ, তুমি আমাদের সঙ্গে জড়িত হলে যা চাইবে তা-ই পাবে।'

'কিন্তু আমি কি আর নিজের মতো থাকতে পারব?' জিজ্ঞেস করল সে।

'তুমি তার চেয়েও বেশি কিছু পারবে', সিরিয়াস শোনাল টিরার গলা।' নিজেকে আর কোনোদিন একা মনে হবে না। তোমার ভেতরে থাকবে আলো। বাইরে আমরা একত্রিত হতে পারব।'

আরও অনেক প্রশ্ন ভিড় করে এল ওয়াচের মনে। গোটা ব্যাপারটা নিয়ে সন্দেহ জাগছে। তবে টিরার রহস্যময় চোখজোড়ার দিকে তাকানো মাত্র সমস্ত প্রশ্ন বাষ্পের মতো উবে গেল মন থেকে। টিরার হাতে সেই শক্তির প্রবাহ আবার টের পেল ও, ওর ভেতরে যেন ঢুকে যাচ্ছে। এ শক্তি ওকে অমর করে তুলবে।

ও আর একা থাকবে না।

ও যা খুশি তা-ই করতে পারবে।

কোনোদিন মৃত্যু হবে না ওর।

ওর ভেতরে কোনো পরিবর্তন ঘটলে তাতে কি খুব বেশি কিছু এসে যাবে?

টিরার দিকে তাকিয়ে হাসল ওয়াচ। হাসি ফিরিয়ে দিল টিরা। ও মুখ খোলার আগেই বুঝে ফেলল ওর জবাব কী হবে।

'বলো, কী করতে হবে', বলল ওয়াচ।

নয়

লম্বা কাঠের টেবিলে বসে ব্রাইসের সঙ্গে কথা বলছে মিস অ্যান টেম্পলটন। ব্রাইসের ডানপাশে পাথরের ফায়ারপ্লেসে গনগন করে জ্বলছে আগুন। মাত্র একবার ওদিকে তাকাল ডাইনি। অমনি ফায়ারপ্লেসে দাউ দাউ জ্বলে উঠল আগুন। ব্রাইসের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে কথা বলছে মহিলা। ব্রাইসের মনে হচ্ছে সে যেন ক্ষুদ্র একটা কীট, তাকে মাইক্রোস্কোপের নিচে রেখে দেখছে মিস টেম্পলটন।

'নো ওয়ানরা অত্যন্ত প্রাচীন', বলে চলেছে সে। 'এরা এ পৃথিবীর নয়, অন্য জগতের। যদিও এ পৃথিবীরও অংশ তারা। এরা এখানে ছিল, আবার চলেও গেছে। বুঝতে পারছ আমার কথা?'

'না', বলল ব্রাইস।

হাসল মিস অ্যান।

'ব্যাপারটা বুঝতে হলে তোমাকে ফিরে যেতে হবে লক্ষ বছর আগে। আরেক সৌরজগতে। সেই আদিতে যেখানে মানুষের প্রথম বিবর্তন ঘটে।'

'এই পৃথিবীতে মানুষের বিবর্তন হয়নি?'

'না। তোমাদের বিজ্ঞানীরা এ মিথ্যাটা তোমাদের শিখিয়েছে। তারা সত্য স্বীকার করতে চায় না। মিসিং লিঙ্কের কথা শুনেছ? মিসিং লিঙ্ক হল মানুষের সঙ্গে বানরের সম্পর্ক। বিজ্ঞানীরা কখনও এ জিনিসটা খুঁজে পাবে না, কারণ এর কোনো অস্তিত্ব নেই। এ পৃথিবীতে তার কোনো অস্তিত্বও ছিল না। না, নক্ষত্র থেকে মানবসভ্যতার বিকাশ ঘটেনি। তবে লক্ষ বছর আগে যে দুই-তিন হাজার মানুষ এসেছিল পৃথিবীতে তাদের এ পৃথিবীতে

থাকার কোনোরকম পরিকল্পনা ছিল না। অভিযাত্রী হিসেবে তারা এসেছিল, গ্রহটা দেখতে এসেছিল। পৃথিবীতে কতরকম সম্পদ ছড়িয়ে আছে তার ক্যাটালগ তৈরি ছিল তাদের উদ্দেশ্য। অত্যন্ত উঁচুমানের এক সভ্যতার অংশীদার ছিল তারা। নিজেদের বাড়ি, মানে নিজেদের গ্রহে তারা সবসময় ফিরে যেতে চেয়েছে। কিন্তু তাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়। তাদের জাহাজ ধ্বংস করে দেয়া হয়। তারা নির্বাসিত হয়ে পড়ে এখানে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মিস ট্যাম্পলটন। 'হাজার হাজার মানুষ ফাঁদে পড়ল এমন এক জায়গায় যা তাদের কাছে সম্পূর্ণ অচেনা।'

'কীভাবে ফাঁদে পড়ল তারা?' জিজ্ঞেস করল ব্রাইস। 'আর কেন?'

'তা বলতে পারব না। এ বহুবছর আগের কথা। এতদূরের ঘটনা যেখানে আমার দৃষ্টি পৌঁছে না। শুধু জানি দলের কেউ ওদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।'

'তারা সবাই কি মারা গেছে?'

'অবশ্যই। তারা সবাই ছিল মানুষ। কেউ বাঁচেনি।'

'ওদের ছেলেমেয়ে ছিল না? সন্তান-সন্ততি হয়নি?

'না। বংশধর রেখে যাবার সুযোগ তাদের ছিল না। তারা টের পেয়ে যায় এখানে ফাঁদে আটকা পড়েছে। তখন নিজেদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় মারামারি। তবে লড়াইটা ছিল ক্ষুদ্র আকারের, সংখ্যায় বেশি ছিল না বলে এবং যুদ্ধে অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্র ব্যবহারের কারণে দ্রুত ধ্বংস হয়ে যায় তারা।' বিরতি দিল ডাইনি। 'তবে তাদের শরীরের মতো আত্মাও এখানে আটকে থাকে। আত্মা কোথাও যেতে পারেনি।'

'কিন্তু আত্মা কীভাবে ফাঁদে আটকা পড়ে থাকে?' আপত্তি জানাল ব্রাইস।

'এ প্রশ্নের জবাবও আমার জানা নেই। শুধু ধারণা করতে পারি বাড়ি থেকে বহুদূরে মৃত্যু ঘটার কারণে আত্মা আর নিজেদের আদি বাসস্থানে ফিরে যেতে পারেনি। আমি এটুকু নিশ্চিত জানি শতাব্দীপ্রাচীন ক্লান্ত আত্মাগুলো আবার মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েছে। মধ্যযুগে যেসব দানব-ভূত-

প্রেতের গল্প শোনা যায় তারা আসলে ওই আত্মার জ্যান্ত রূপ। অথচ ওরা দানব ছিল না মোটেই, শুধু পথ-হারানো আত্মা ছিল।'

'তাহলে এদের নাম নো ওয়ান হল কেন?' জিজ্ঞেস করল ব্রাইস।

'আমার ধারণা ওদের অনেকেই ভুলে গিয়েছিল নিজেদের পূর্বপরিচয়। বহু বছর কেটে গিয়েছিল। আমার মনে হয় না কেউ ধারণা করতে পারবে লাখ লাখ বছর ধরে বেঁচে থাকার ব্যাপারটা কীরকম হবে। এদের অনেকেই বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, হারিয়ে ফেলে তাদের সকল মানবিক গুণ। তবে শুনেছি কারও কারও ভেতরে এখনও অবশিষ্ট রয়ে গেছে দয়ামায়া। যদিও এই নো ওয়ানরা মানবশরীরের জন্য ক্ষুধার্ত হয়ে থাকে। মানুষকে আশ্রয় করে তারা জীবনধারণ করে। এক অর্থে এরা আমাদের সবার জন্য খুবই বিপজ্জনক। তবে বেঁচে থাকার জন্য ক্ষুধার্ত, জীবনের অংশীদার হতে চায় ওরা। ওদের জন্যে তোমার মায়া হওয়া উচিত, ব্রাইস। ভুলে যেয়ো না ওরা নিজেদের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ উপভোগের সুযোগ পায়নি। তারা আগেই নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করে ধ্বংস হয়ে গেছে।'

'টিরার সঙ্গে এদের যোগাযোগ হল কীভাবে?' জানতে চাইল ব্রাইস।

'টিরা ওদেরই একজন।'

'বুঝলাম না। ও তো আর আলোর বল নয়। সে আপনার-আমার মতো রক্তমাংসের মানুষ।'

'একশো বছরেরও আগে টিরার শরীরে আলোর একটা বল ঢুকে যায়, ভর করে ওর ওপর। আমার প্রপিতামহীর পিতামহী তার ডায়রিতে টিরার কথা লিখে রেখে গেছেন। তিনি টিরাকে চিনতেন। জানতেন মেয়েটা খুব নিঃসঙ্গ। সে প্রার্থনা করে তাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাবার জন্য। তার প্রার্থনায় সাড়া মেলে। তবে কোনো দেবদূত আসেনি তার কাছে।'

'ও কী শয়তান?' জিজ্ঞেস করল ব্রাইস।

'টিরা নিজেই জানে না সে কী। সে আসলে দু'জন মানুষ। তার বারো বছরের শরীরে ঢুকে আছে লক্ষবছর বয়সী এক আত্মা। টিরার

একশো বছর আগেই মৃত্যু হওয়ার কথা ছিল। ও আসলে হাইব্রিড টাইপের। তবে ও এমন একজন যার সঙ্গে কারও তুলনা হয় না। ও অস্বাভাবিক এক মেয়ে।'

'আর অ্যাডাম?'

'অ্যাডামের ওপর নো ওয়ানরা মাত্র ভর করেছে। ওর শরীর থেকে প্রাচীন আত্মাটা বের করে নিতে পারলে আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে অ্যাডাম।'

'কিন্তু সমস্যাটা তো ওখানেই', বলল ব্রাইস। 'আমরা কেউ জানি না নো ওয়ানদের কী করে ওর শরীর থেকে বের করে আনব।' একটু থেমে জানতে চাইল, 'আপনি জানেন?'

উঠে দাঁড়াল মিস অ্যান টেম্পলটন। 'একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। ডিনারের সময় হয়ে গেছে। খাওয়ার পর এ নিয়ে কথা বলব।'

লাফিয়ে উঠল ব্রাইস। 'আমি এখন খেতে পারব না। আমার বন্ধুরা বিপদে। ওদের সাহায্য দরকার।'

'তোমার সমস্যা হল সবসময় ভাবো পৃথিবীটা রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তোমাকে। আর কেউ বুঝি কিছু করতে পারবে না। স্যালি যে তোমার ওপর খেপে থাকে তা এ-কারণেই।'

'আপনি বোধহয় স্যালিকে পছন্দ করেন না, না?'

'কে বলল করি না? আমি অবশ্য একবার ওকে খুন করতে চেয়েছিলাম। একদিন হয়তো করেও ফেলব। তবে তোমার সম্পর্কে ঠিক কথাই বলে সে। বাহাদুরী ফলানোর অভ্যাসটা তোমাকে ত্যাগ করতে হবে। এ শহরে তুমিই একমাত্র হিরো নও। অন্যরাও যথেষ্ট সাহসী এবং বুদ্ধিমান।'

'কিন্তু—' শুরু করতে গেল ব্রাইস।

তাকে বাধা দিল মিস টেম্পলটন। 'অ্যাডাম এবং টিরার শরীর থেকে নো ওয়ানদের বের করে না-দেয়া পর্যন্ত তুমি কাউকেই কোনো সাহায্য করতে পারবে না। এখন বসো। তোমার জন্য খাবার নিয়ে আসি। খাও। কী খাবে বলো?'

ধীরে ধীরে বসল ব্রাইস। 'কী রান্না করেছেন?'

'টার্কির রোস্ট আর আলু ভুনা।'

উজ্জ্বল দেখাল ব্রাইসের চেহারা। 'দুটোই আমার প্রিয় খাবার।'

'একটু সুস্থির হয়ে বসো। আমি এক্ষুনি খাবার নিয়ে আসছি।'

অসন্তোষ প্রকাশ পেল ব্রাইসের কণ্ঠে। 'বন্ধুরা বিপদে আছে জানার পরেও কীভাবে সুস্থির থাকব?'

মিস অ্যান টেম্পলটন ঘুরল ওর দিকে। হাসল। 'যদি বলি স্যালি আর সিন্ডি এখন শহরে আসছে, শুনলে কি নিশ্চিন্ত মনে খেতে পারবে?'

'আপনি ঠিক বলছেন?'

হাসিটা প্রশস্ত হল মুখে, তবে চাউনি যেন দূরে কোথাও হারিয়ে গেছে।

'আমি সবসময় ঠিক বলি', বলল সে। 'কারণ আমি ডাইনি।'

দশ

ডাইনির ভবিষ্যদ্বাণী করার ঠিক একঘণ্টা পরে তার দুর্গের পরিখার দরজার সামনে হাজির হয়ে গেল দুটি মেয়ে। স্যালি এবং সিন্ডি। ওরা শুনেছে ব্রাইসকে ডাইনির প্রাসাদের দিকে যেতে দেখা গেছে। সাহায্যের জন্য ডাইনির কাছে আসতে মোটেই ইচ্ছে করছিল না স্যালির। তবে মিস অ্যান টেম্পলটন ওদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে ডাইনিং রুমে নিয়ে এল। এখানে বসে ব্রাইস কুমড়োর দ্বিতীয় পাইটি সাবাড় করছিল। স্যালি ওকে আয়েশ করে খেতে দেখে খুবই বিরক্ত হল।

'আমরা অন্ধকারের শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে প্রায় মরতে বসেছি আর এদিকে তুমি পেটপুজো নিয়ে ব্যস্ত।' রীতিমতো ফুঁসে উঠল স্যালি।

একটা পাই হাতে তুলে নিল ব্রাইস। 'খাবে?'

'কী করে আশা করলে যে আমরা এখন খেতে বসে যাব?' খেঁকিয়ে উঠল স্যালি। 'দুনিয়ার বারটা বাজতে চলেছে আর উনি খেতে সাধছেন।' টেবিলের মাথায় বসা মিস টেম্পলটনের দিকে জ্বলন্ত চোখ মেলে তাকাল সে। 'কেউ যদি গ্রাহ্য করে।'

'দুনিয়ার বারোটা বাজবে না, স্যালি', নরম গলায় বলল ডাইনি। 'পৃথিবীর অনেক বয়স। আমরা এতদিনে পৃথিবীর কোনো উপকার কিংবা অপকার কিছুই করতে পারিনি।'

'হাল ছেড়ে দেয়া এরকম কথাই যত সমস্যার সৃষ্টি করে', বলল স্যালি।

হেসে উঠল ডাইনি। 'ওহ্, স্যালি। তুমি আর বদলালে না। যাকগে, তোমার টার্কি চলবে তো?'

নাক শুঁকল স্যালি। 'গন্ধ তো ভালোই বেরুচ্ছে।' সাবধানে এক পা বাড়াল সে টেবিলের দিকে। 'টার্কির মধ্যে ব্যাঙ-ট্যাঙ মিশিয়ে দেননি তো? মরা ব্যাঙ আমার সহ্য হয় না। জ্যান্ত ব্যাঙ তো আরও।'

'টার্কির বদলে ব্যাঙ খাওয়াব না তোমাকে', স্যালিকে আশ্বস্ত করল মিস অ্যান টেম্পলটন। কিন্তু সিন্ডি খেতে চাইল না। বলল, 'মিস টেম্পলটন, আমাদের খাওয়ার একদম সময় নেই। হাজার হাজার আলোর বল ছুটে আসছে শহরের দিকে। আর অ্যাডাম তাদেরকে মদদ দিতে প্রস্তুত হয়ে আছে। ওকে থামানো দরকার। ভিনগ্রহের গোটা বাহিনীকে বাধা দিতে হবে।'

'ওরা ভিনগ্রহবাসী নয়', ব্রাইস আলুর ডালনার বাটিটা এগিয়ে দিল স্যালিকে। 'ঝোল দেব?'

'দাও', বলল স্যালি। 'ভয় পেলে আমার খিদে বেড়ে যায়।'

'অ্যাডামের শরীর থেকে নো ওয়ানকে কীভাবে বের করে আনবে সে ব্যাপারে ভেবেছ কিছু?' সিন্ডিকে জিজ্ঞেস করল মিস অ্যান টেম্পলটন। 'এ কাজটাই তোমাদের আগে করা উচিত।'

ভুরু কোঁচকাল সিন্ডি। 'তেমন কিছু ভাবিনি। আপনি জানেন কীভাবে কাজটা করব?'

'সব কথা তোমাদেরকে বলা যাবে না', বলল ডাইনি। 'নিজেদেরকে কিছু জিনিস বুদ্ধি করে বের করতে হবে। তোমরা কী বলো স্যালি? ব্রাইস? কোনো বুদ্ধি আসছে মাথায়?'

'নো ওয়ানদের ভেতরে একধরনের ইলেকট্রিক চার্জ আছে', বলল স্যালি।

'এ জিনিস ওদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায় কি না ভাবছি' মাথা ঝাঁকাল ব্রাইস। 'ওদের শরীরে যদি বিদ্যুতের কোনো উপাদান থেকে থাকে তাহলে ইলেকট্রিকাল কারেন্ট ব্যবহার করে শক্ দেয়া যায়।'

উত্তেজিত ভঙ্গিতে পায়চারি শুরু করে দিল সিন্ডি। 'সেক্ষেত্রে অ্যাডামকে খুঁজে বের করতে হবে। ওকে ধরে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে গাড়ির ব্যাটারির তার দিয়ে বেঁধে ফেলতে হবে। ভালোমতো একটা শক্ খেলেই ওর ভেতরের জিনিসটা বাপ বাপ করে পালাবে।'

'হুঁ। কিন্তু ওকে ধরব কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল স্যালি। 'ওর গায়ে অনেক শক্তি।'

'ওকে ধরে মাটিতে শোয়াতে না পারলেও চলবে', বলল ব্রাইস। 'আমাদেরকে হামলা করতে এলেই বিদ্যুতের শক্ দিয়ে দেব।'

'ও তো আমাদেরকে প্রায় মেরে ফেলার জোগাড় করেছিল', মাংসের হাড় চুষতে চুষতে বলল স্যালি। 'হু ম্ ম্। রান্না খুব ভালো হয়েছে। আপনি ডাইনির বদলে কখনও রাঁধুনি হওয়ার চিন্তা করেছেন, মিস টেম্পলটন?'

পাতলা হাসি ফুটল মিস টেম্পলটনের ঠোঁটে। 'তুমি কখনও ডাইনির হাতের রান্না খাওয়ার কথা চিন্তা করেছ, সারাহ্?'

'কখনো না', বিড়বিড় করল স্যালি।

'আচ্ছা আমরা অ্যাডামকে খুঁজে পাব কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

'লোকজনের চিৎকার-চেঁচামেচি শুনলে সেদিকে গেলেই ওর দেখা মিলবে।' পরামর্শ দিল ব্রাইস।

'ঠিক', সায় দিল স্যালি। 'অমন গনগনে চোখ আর আলোর বলয় ঘেরা অ্যাডামকে দেখলে অনেকেই চিৎকার করে ভয়ে মূর্ছা যাবে। ওকে খুঁজে পেতে তেমন সমস্যা হবে না, সিন্ডি। লবণটা একটু দাও তো, ব্রাইস।'

'কুমড়োর পাইটা খাও', বলল ব্রাইস। 'এমন স্বাদের পাই জীবনে খাইনি।'

'ওর মধ্যে ব্যাঙের চোখ দিয়েছি', বিড়বিড় করল ডাইনি।

ফ্যাকাশে হয়ে গেল ব্রাইস এবং স্যালির চেহারা। কটমট করে তাকাল মিস টেম্পলটনের দিকে। মুচকি হাসল সে।

'ঠাট্টা করলাম', বলল ডাইনি।

সিন্ডি উত্তেজিত ভঙ্গিতে পায়চারি করেই চলেছে। 'কিন্তু হাজার হাজার নো ওয়ান যে শহরের দিকে চলে আসছে ওদেরকে থামানোর কী ব্যবস্থা হবে? প্রত্যেকটাকে আলাদাভাবে ইলেকট্রিক শক দেয়া সম্ভব নয়। কাজ শুরু করার আগেই হয়তো ওরা আমাদের ওপর ভর করে বসবে।'

'সেক্ষেত্রে গোটা শহরকে শক্ দেয়ার ব্যবস্থা করা দরকার', বলল ব্রাইস।

'কীভাবে?' জানতে চাইল সিন্ডি।

আকাশের দিকে আঙুল তুলল ব্রাইস। 'বাইরে থমথম করছে মেঘ। যে-কোনো মুহূর্তে শুরু হয়ে যাবে বৃষ্টি। বড় ধরনের বজ্রপাত হলে বিদ্যুতের ধাক্কায় সবগুলো হয়তো কুপোকাৎ হবে।'

'কিন্তু সমস্যাটা তো ওখানে', বলল স্যালি। 'গতকাল ভেবেছিলাম বৃষ্টি হবে। হয়নি। আজও হল না। বৃষ্টি দূরে থাক্ মেঘই হয়তো কেটে যাবে।'

'আমরা যদি মেঘ তৈরি করতে পারতাম', বলল ব্রাইস। 'তাহলে বৃষ্টিও শুরু করা যেত। সেইসঙ্গে বজ্রপাত।'

'মেঘ তৈরি করবে কী দিয়ে? কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

মাথা চুলকাল ব্রাইস। 'সমস্যা তো এটাই। কীভাবে মেঘ তৈরি করতে হয় জানি না আমি।' তাকাল মিস অ্যান টেম্পলটনের দিকে। 'আমরা তো আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। আপনি এবার একটু সাহায্য করুন না?'

'সমস্যার মূল তোমরা বুঝতে পেরেছ', বলল ডাইনি। 'আমার কাছে জাদুর ধুলো আছে। ওগুলো ছড়িয়ে দিলে মেঘে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হবে, বজ্রপাত হবে। কিন্তু মেঘের কাছে যেতে হবে তোমাদের।'

'আপনার ঝাড়ুতে চড়ে যাওয়া যাবে না?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

ডাইনি কঠিন-চোখে তাকাল স্যালির দিকে। 'আমার কোনো ঝাড়ু নেই, স্যালি। তবে তোমাকে ঝাড়ু বানিয়ে দিতে পারি। কেমন লাগবে ব্যাপারটা? জীবনের বাকি সময়টা আমার বাড়ির মেঝে ঝাঁট দেবে?'

হাসল স্যালি। 'ঠাট্টা করছিলাম। হট এয়ার বেলুন বা এ-ধরনের কিছু একটা ব্যবহার করতে হবে। সারপ্লাস স্টোরে এরকম বেলুন আছে। ঠাণ্ডা মানবরা যেবার আমাদের ওপর হামলা চালাল ওই বেলুনে চড়ে ওদের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম। মি. প্যাটেনের কাছে চাইলে নিশ্চয় একটা বেলুন ধার দেবেন। নো ওয়ানদের দেখে তিনি খুশিই হবেন। কারণ মারামারি করতে তিনি খুব ভালোবাসেন।'

'মি. প্যাটন অত্যন্ত সাহসী মানুষ', প্রশংসার সুরে বলল মিস টেম্পলটন।

উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল সিন্ডি। 'দারুণ বলেছ তো! একবার বজ্রপাত শুরু হলে দানবগুলো নির্বংশ হবে।'

'ওরা দানব নয়।' শান্ত গলায় বলল ডাইনি। 'ওরা হারানো আত্মা।'

মেয়েরা মিস টেম্পলটনের কথা বুঝতে পারল না। তবে ব্রাইস তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। 'ইলেকট্রিক শক্ দিয়ে ওদেরকে সত্যি শায়েস্তা করা যাবে?' জিজ্ঞেস করল সে।

একমুহূর্ত ভাবল মিস অ্যান টেম্পলটন। তারপর বলল, 'ঠিক বলতে পারব না। ওদের কবল থেকে পুরোপুরি রক্ষা পাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। শুনেছি নো ওয়ানরা বজ্রপাত ভীষণ ভয় করে।'

দুহাত ঘষল স্যালি। 'ওরা যেন ভাসতে ভাসতে একটা ফাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে।'

'তুমি তো ওদের সম্পর্কে কিছুই জানো না', বলল ব্রাইস। 'জানলে মায়া লাগবে।'

'যারা আমার বন্ধুদের ওপর বদমতলবে ভর করে তাদের জন্য আমার কখনও মায়া লাগে না', বলল স্যালি।

'তোমরা অ্যাডামকে নিয়েই খালি মেতে আছ', বলল মিস অ্যান টেম্পলটন। 'ওয়াচের কথা ভুলেই গেছ।'

ওয়াচের নামটা উচ্চারিত হওয়া মাত্র লাফিয়ে উঠল সবাই।

'ওর কী হয়েছে?' চেঁচিয়ে উঠল সিন্ডি। 'কোথায় সে?'

'টিরার সঙ্গে', বলল ডাইনি।

'আর টিরা ওদেরই একজন', বিড়বিড় করল ব্রাইস। 'অনেকদিন ধরেই সে ওদের দলে।'

টেবিলে লাফ মেরে সিধে হল স্যালি। 'ও ওয়াচের কোনো ক্ষতি করুক স্রেফ খুন করে ফেলব।' গলা ফাটাল সে।

'মেয়েটাকে খুন করা অত সহজ নয়।' সাবধান করে দিল ডাইনি। 'ওয়াচকে নিয়ে সে যা করছে তাতে তোমাদের বন্ধুরও হয়তো সমর্থন আছে। কাজেই আবেগের বশে কিছু করতে যেয়ো না। ওয়াচের সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হবে সে হয়তো ততক্ষণে তোমাদের শত্রুপক্ষের একজন হয়ে উঠবে।'

এগারো

কয়েক মিনিট পর ডাইনির প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল ওরা। তিনটে ভারী প্লাস্টিক ব্যাগে ৫০ কেজি বৃষ্টি-ঝরানো মেঘের ধুলো। স্যালির কাছে জিনিসটা রাস্তার ধুলো বলে মনে হয়েছে। তবে মিস টেম্পলটন ওদেরকে আশ্বাস দিয়েছে এতেই কাজ হবে। এখন শুধু আকাশে উঠতে হবে ওদেরকে।

অবশ্য আরও একটা কাজ আছে ওদের। অ্যাডামকে খুঁজে বের করা। তবে তাকে খুঁজে পেতে সমস্যা হল না। প্রাসাদ দুর্গ থেকে কয়েক পা মাত্র বাড়িয়েছে, শহরের গোরস্থান থেকে ভেসে এল সুতীব্র চিৎকার। দৌড়ে গেল ওরা। দেখল অ্যাডাম এক বুড়োকে ধরে গোরস্থানের গেটের সঙ্গে বেঁধে ফেলছে। অ্যাডামের মুখে শয়তানি হাসি। স্যালি আতঙ্কিত হয়ে লক্ষ্য করল আলোর বলগুলো শহরের প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে।

'কিন্তু ওগুলো তো খুব আস্তে চলছে দেখলাম', বলল স্যালি। 'রিজারভয়ার থেকে এত দ্রুত চলে এল কী করে?'

'বাতাস এদিকটাতে বইছে', বলল ব্রাইস। 'বাতাসের টানে চলে এসেছে। তবে ওগুলোকে নিয়ে পরে ভাবা যাবে। আগে অ্যাডামের ওপর আমাদের পরীক্ষাটা করে দেখি, ওকে বাঁচাতে পারলে অন্যদেরকেও রক্ষা করতে পারব।' কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ট্রাকের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ওটা থেকে ব্যাটারি বের করব। আশা করি তারটারও পেয়ে যাব।'

'কিন্তু এ তো চুরি', বলল সিন্ডি।

'মানবসভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার সময় কোনো চুরিই অপরাধ বলে গণ্য নয়।' মন্তব্য করল স্যালি। 'তাছাড়া কাজ শেষ হয়ে গেলে ব্যাটারি আবার যথাস্থানে রেখে দেব।'

ট্রাকের হুড ভাঙতে বিশেষ বেগ পেতে হল না ওদের। ট্রাকের পেছনে ছোট একটা সাপ্লাই বক্স পেয়ে গেল। তার মধ্যে ব্যাটারি এবং প্রয়োজনীয় তারও পেল। ব্রাইস ব্যাটারি হাতে নিল, স্যালি নিল তার। অ্যাডাম তখনও মহাউৎসাহে বুড়োকে বেঁধে চলেছে গেটের সঙ্গে। বুড়ো ব্যথায় কাতরাচ্ছে। দৃশ্যটা সহ্য করা কঠিন। অ্যাডামকে থামানো দরকার।

'আমাদেরকে দেখলেই তেড়ে আসবে ও', বলল স্যালি।

'তার দিয়ে কী করব?'

'বেঁধে ফেলব', বলল ব্রাইস। 'তুমি তারের নেগেটিভ আর পজেটিভ প্রান্ত এক করলেই স্পার্ক করবে বিদ্যুৎ।'

'শক্ খেয়ে ও মরে যাবে না তো?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

মাথা ঝাঁকাল ব্রাইস। 'হার্ট চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তবে ঝুঁকি তো নিতেই হবে। রেডি হও। ও বোধহয় আমাদেরকে দেখে ফেলেছে।'

অ্যাডাম ঠিকই দেখেছে ওদেরকে। বুড়োকে ছেড়ে দিয়ে ঝড়ের বেগে এগোল ওদের দিকে। গতি এত দ্রুত এবং এমন ভয়ংকর রুদ্রমূর্তি ওর, ভয়ে বুক হিম হয়ে গেল স্যালির। অ্যাডামকে সোজা ওর দিকেই আসতে দেখে হাত কাঁপতে লাগল স্যালির। তবে তার ছেড়ে দিল না। মোক্ষম সময়ে আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত থাকল।

অ্যাডাম যেন আছড়ে পড়ল ওর গায়ে।

ধাক্কার চোটে মাটিতে ছিটকে পড়ল স্যালি, ঠাস করে বাড়ি খেল মাথায়। একমুহূর্তের জন্য চোখে লাল নীল তারা ফুটল, তালগোল পাকিয়ে গেল সব। হুড়মুড় করে উঠে বসল ও, কী হচ্ছে বুঝতে পারছে না। মনে হচ্ছে ব্যর্থ হয়েছে ও, বারোটা বাজতে চলেছে ওদের। তবে স্যালি অবাক হয়ে গেল অ্যাডামকে ওর পাশে বসে থাকতে দেখে। পেটের কাছটাতে একটা পোড়া দাগ। সেখানে হাত ঘষছে অ্যাডাম। স্যালির দিকে পিটপিট করে তাকাল ও।

'লাগছে খুব', বলল অ্যাডাম। 'তুমি এমন করলে কেন?'

'অ্যাডাম।' চেঁচিয়ে উঠে ওকে জড়িয়ে ধরল স্যালি। 'তুমি ফিরে এসেছ।'

বিভ্রান্ত দেখাল অ্যাডামের চেহারা। 'আমি ফিরে এসেছি? কোথায় গিয়েছিলাম আমি?' চোখ বড়বড় করে চারদিকে তাকাল ও। আমি এখানে এলাম কী করে?'

সিন্ডি অ্যাডামের পাশে হাঁটু মুড়ে বসল। ওকে একবার আলিঙ্গন করে ছেড়ে দিল। 'তুমি বুঝতে পারছ না কেন এখানে এসেছ?'

'না', গোরস্থানে ফটকের সঙ্গে রশি-বাঁধা বুড়োর দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল অ্যাডাম। ব্রাইস লোকটার রশি খুলে দিল। চলে গেল সে। তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল অ্যাডাম, 'ওই বুড়োকে বেঁধে রেখেছিল কে?'

হেসে উঠল স্যালি। 'কে আবার? তুমি বদমাশ।'

মাথা নাড়ল অ্যাডাম। 'অসম্ভব। আমি কেন বুড়োকে গেটের সঙ্গে বাঁধতে যাব?'

'তোমার কি কিছুই মনে পড়ছে না, অ্যাডাম?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

চিন্তা করার চেষ্টা করল অ্যাডাম। 'মনে পড়ছে তোমাদের সঙ্গে রিজারভয়ারে গিয়েছিলাম। তারপর নতুন ওই মেয়েটা, টিরা, একধরনের আলোর বলের নিচে এসে দাঁড়াল। ওর ক্ষতি হতে পারে ভেবে আমি ওর কাছে ছুটে যাই।' মাথা চুলকাল সে। 'তারপর কী হয়েছে?'

স্যালি আদর করে ওর মাথায় চাপড় দিল। হাত ধরে টেনে তুলল। 'তারপর অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছে, অ্যাডাম। তবে সেসব ব্যাখ্যার সময় এখন নয়। সিন্ডি আর ব্রাইস যাবে ওয়াচকে খুঁজতে। আমরা ৫০ কেজি ধুলোর বস্তা নিয়ে আকাশে উড়ব। বৃষ্টি নামাতে হবে। চল, সারপ্লাস স্টোরে যাব। মি. প্যাটনের কাছে তার হট এয়ার বেলুন আবার ধার চাইতে হবে।'

অ্যাডামের এখনও অস্পষ্ট লাগছে সবকিছু। 'ধুলো দিয়ে বৃষ্টি নামাতে হবে কেন?'

'কারণ বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত হবে', বলল সিন্ডি। 'আর সেটা এখন সবচেয়ে জরুরি।'

'ওয়াচের কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

সিন্ডির মুখ গম্ভীর দেখাল। 'বিপদে আছে সে। টিরা ওকে নিয়ে কেটে পড়ার আগে ওয়াচকে উদ্ধার করতে না পারলে চিরদিনের জন্য আমরা আমাদের বন্ধুকে হারাব।'

বারো

ঘণ্টাখানেক বাদে, গোধূলির আঁধার প্রায় ঘনিয়ে এসেছে, হট এয়ার বেলুনে চড়ে স্পুক্সভিলের আকাশে ভেসে পড়ল স্যালি এবং অ্যাডাম। ওদের সঙ্গে মি. প্যাটনও আছেন। মি. প্যাটনের বয়স পঁয়ত্রিশের কোঠায়। আর্মি ছাঁট চুলের রঙ সোনালি, শক্তসমর্থ চেহারা। নো ওয়ানদের হামলার কথা শুনে আর দেরি করেননি। সাথে সাথে নিজের দোকানের পেছনের ঘরে রাখা নৌবাহিনীর পোশাক চড়িয়েছেন গায়ে। আরেকটা লড়াই শুরু হওয়ার উত্তেজনায় তিনি রোমাঞ্চিত। সবচেয়ে বড় বেলুনটা ধার দিয়েছেন অ্যাডামদেরকে। জাদুর ধুলো আকাশে ছিটানোর জন্য সঙ্গে নিয়েছেন ফ্লেম-থ্রোয়ার। সেইসঙ্গে শত্রুর মোকাবিলা করতে গ্রেনেড লাঞ্চার এবং একটি এম সিক্সটিন মেশিনগান। এ মুহূর্তে তিনি বেলুনের ঝুড়ির মেঝেতে বসে অস্ত্রে গুলি ভরছেন।

'এসব অস্ত্র দিয়ে ভিনগ্রহবাসীদেরকে ঠেকানো যাবে বলে মনে হয় না', স্যালি সাবধান করে দিল তাকে। 'ওদেরকে ইলেকট্রিক শক্ দিয়ে মারতে হবে।'

মাথা ঝাঁকালেন মি. প্যাটন। 'তা জানি। তবে একটা ব্যাকআপ প্ল্যান থাকলে ভালো হবে।' তিনি হাতে এম সিক্সটিন নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন, বেলুনের ঝুড়ির কিনারা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলেন আলোর বলগুলোকে। চোখে বিনোকিউলার লাগিয়ে বললেন, 'ওগুলোকে খুব বিপজ্জনক লাগছে দেখতে। মেশিনগান দিয়ে একপশলা গুলি করলে কেমন হয়? স্রেফ ভয় দেখাতাম।'

'দেখুন চেষ্টা করে ভয় পায় কিনা', বলল স্যালি।

এম সিক্সটিন নো ওয়ানদের দিকে তাক করলেন মি. প্যাটন। গুলি করলেন। ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট বেরিয়ে এল মেশিনগান দিয়ে। তবে শত্রুর গায়ে লাগল না একটাও। পুরো ম্যাগাজিন খালি করে হতবুদ্ধি হয়ে আলোর বলগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলেন মি. প্যাটন।

'খুব কঠিন লড়াই হবে মনে হচ্ছে', অবশেষে মন্তব্য করলেন তিনি।

'আমাদেরকে আকাশের আরও উপরে উঠতে হবে', বলল স্যালি। 'ধুলো ছিটাব মেঘের ওপরে গিয়ে। কীভাবে উপরে উঠব?'

'কেউ একজন লাফিয়ে নিচে নেমে পড়লেই ওজন কমে হালকা হয়ে যাবে বেলুন', পরামর্শ দিল অ্যাডাম। 'তারপর আপনাআপনি বেলুন উঠে যাবে উপরে।'

হেসে উঠলেন মি. প্যাটন। বেলুনের খোলা মুখের সঙ্গে লাগানো গ্যাস নজলের দিকে হাত বাড়ালেন। 'তার দরকার হবে না।' বললেন তিনি। 'বেলুনে গ্যাস দিলেই চলবে।'

নজল ঘোরালেন তিনি, আগুনের বিশাল একটা হলকা বেরিয়ে এল। উপরের দিকে লাফ মারল বেলুন।

অ্যাডাম বারবার উঁকি মেরে নো ওয়ানদের দেখছে। কালো মেঘের আড়াল থেকেও দেখা যাচ্ছে আলোর বলগুলোকে। মুখ ঘুরিয়ে নিল ও প্রবল বিতৃষ্ণায়।

'বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় এই জঘন্য জিনিসগুলোকে আমি সাহায্য করতে গিয়েছিলাম', বলল সে।

ওর হাতে চাপড় দিল স্যালি। 'এটা তোমার দোষ নয়। ওটা তোমার ওপর ভর করেছিল। তুমি জানো, তুমি সিন্ডিকে খুন করতে যাচ্ছিলে?'

বিমূঢ় দেখাল অ্যাডামকে। 'কী বলছ তুমি! আমি সিন্ডিকে খুন করতে গেছিলাম?'

'হ্যাঁ। তুমি ওকে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করছিলে। তবে ও তোমাকে বাধা দেয়নি। আমার কথা বিশ্বাস না হলে ওকে জিজ্ঞেস করো। অবশ্য যদি সে সাহস থাকে। তবে গোটা ব্যাপারটা ভুলে যাওয়াই ভালো। তুমি প্রসঙ্গ না তুললে আমিও এ-ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটে থাকব।'

লজ্জায় রাঙা হল অ্যাডামের মুখ। 'আমি নিশ্চয় ইচ্ছে করে কাজটা করিনি। আমার ওপর ভিনগ্রহবাসী ভর করেছিল।'

'এতে আমি তোমার কোনো দোষ দেখছি না', এম সিক্সটিনে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন মি. প্যাটন।

কিছুক্ষণ পর ওরা মেঘের উপর উঠে এল। কালো মেঘের গায়ে ছিটাতে লাগল জাদুর ধুলো। স্যালি এবং অ্যাডামের ডাইনির জাদুতে বিশ্বাস আছে। তবে ধুলো এত দ্রুত কাজ শুরু করে দেবে কল্পনাও করেনি। মেঘের মধ্যে সাপের জিভের মতো ঝলসাতে লাগল সোনালি বিদ্যুৎ। বিকট শব্দে বাজ পড়ল। ধাক্কার চোটে বেলুন থেকে আরেকটু হলে উল্টে পড়ে যাচ্ছিল ওরা। ঝুড়ির রশি ধরে রক্ষা করল ভারসাম্য। এখন প্রশ্ন একটাই, 'বিদ্যুৎ এবং বজ্রে কাজ হবে তো?'

আকাশের এত উঁচুতে ওরা, নিচে কী ঘটছে বোঝা মুশকিল। এখন ওদের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। আর আশা করতে পারে ওয়াচের থিওরি কাজে লাগবে।

তেরো

ওরা যখন ওয়াচের কথা ভাবছে সে তখন ওদের কাছ থেকে অনেক দূরে। সে একটা পাহাড়ের চূড়োয় দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ পাহাড়ে শতাব্দী আগে টিরার ওপর ভর করেছিল হারানো আত্মা বা নো ওয়ান। ওয়াচের ঠিক সামনে টিরা, ফিসফিস করে কী যেন বলছে ওর কানে। ঘন কালো মেঘ জমাট বাঁধছে। সূর্য ডুব দিয়েছে আকাশের পশ্চিম কোলে। ওয়াচের ডানদিকে একটা আলোর বল ধীরগতিতে এগিয়ে আসছে ওকে লক্ষ্য করে। টিরা ওয়াচকে বলছে বলটাকে স্বাগত জানাতে। বলছে গোটা গ্রহের মধ্যে এটাই সবার সেরা।

'আমি একে রেখে দিয়েছি তোমার জন্য', বলল টিরা। 'এ দয়ালু আত্মা। তোমার শরীরে ঢুকলেও এ তোমার কোনো ক্ষতি করবে না। তোমার বন্ধুর মতো অজ্ঞান হয়ে যাবে না তুমি।'

'তুমি একে আত্মা বলছ কেন?' জিজ্ঞেস করল ওয়াচ।

টিরা শান্তগলায় বলল, 'এ তো আত্মাই। তোমার যেমন আত্মা আছে ওটাও তেমন আত্মা। আলোটা আসছে তোমার আত্মাকে আলোকিত করে তুলতে। ও তোমার কোনো ক্ষতি করবে না।' ওয়াচের মুখে নরম হাত বোলাল মেয়েটি। 'আমাকে তুমি বিশ্বাস করো, করো না? তুমি জানো, তোমার ক্ষতি হয় এমন কিছু আমি করব না।'

ওয়াচ টিরার চোখে চোখ রেখে হাসল। চোখ নয় যেন সাগর। এ সাগরে ডুবে যেতে আপত্তি নেই ওয়াচের।

'অবশ্যই আমি তোমাকে বিশ্বাস করি', বলল সে। 'আমি তো এ মুহূর্তের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। আমরা সত্যি উড়ে তারার দেশে যেতে পারব?'

ইতস্তত করল টিরা। 'ঠিক এ মুহূর্তে পারব না। তবে শিগগিরই, হ্যাঁ, আমরা যেখানে খুশি যেতে পারব।'

মাথার ওপর ঝলসে উঠল আলো।

লাফিয়ে উঠল টিরা। জড়িয়ে ধরল ওয়াচকে।

ওয়াচ টের পেল কাঁপছে টিরা। কিন্তু কেন বুঝতে পারল না।

'বিদ্যুৎ চমকেছে', বলল ও। 'ভয় নেই।'

কাঁপুনি থামেনি টিরার। 'আকাশের বিদ্যুৎ ভালো লাগে না। এখন বিদ্যুৎ চমকানোর কারণ কী?'

অবাক হল ওয়াচ। 'বিদ্যুৎ চমকেছে তো কী হয়েছে? তুমিই না বললে কোনোকিছু তোমার ক্ষতি করতে পারবে না।'

ওয়াচকে ছেড়ে দিল টিরা। পিছিয়ে গেল এককদম। এগিয়ে আসা আলোর বলটার দিকে তাকাল। কুড়ি মিটার দূরে ওটা। বাতাস ওদিক দিয়ে বইছে এদিকে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বলটা এসে পড়বে ওদের কাছে। জোর করে হাসি ফোটাল ও মুখে।

'হ্যাঁ, কোনো কিছু আমার ক্ষতি করতে পারে না', বলল টিরা।

'শিগগির তুমি আমার মতো হয়ে উঠবে। আমরা হব অপরাজেয়।' ঘুরল সে ওয়াচের দিকে। একটা হাত রাখল বুকে। 'তুমি ব্যাপারটা পছন্দ করবে। আমি জানি করবে।'

'বদলে যাবার পর আমাকে দেখে আমার বন্ধুদের চেহারা যা হবে না!' বলল ওয়াচ। 'ওদের সেই হতভম্ব চেহারা দেখার জন্য তর সইছে না আমার।'

টিরার মুখ থেকে মুছে গেল হাসি। নিচের ঠোঁটটা কাঁপল বারকয়েক। 'না, তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না। এ সম্ভব নয়। তুমি আর ওদের কাছে ফিরে যেতে পারবে না। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। শুধু আমার সঙ্গে।'

কপালে ভাঁজ পড়ল অ্যাডামের। 'কিন্তু আমি আমার বন্ধুদের হারাতে চাই না। আমি যা চাইব তা করতে পারব না কেন?'

চোখ নামাল টিরা। 'তুমি তোমার ইচ্ছেমতো কাজ করতে পারবে। তবে এখন যা করছ তা চাইতে পারবে না। তোমার আকাঙ্ক্ষা থাকবে অনেক উঁচু কিছুকে ঘিরে। তুমি আমার মতো আলোর মধ্যে বাস করবে। তোমার আর কোনো বন্ধুর প্রয়োজন হবে না।'

অবাক হল ওয়াচ। তারপর এতক্ষণ ধরে যে-প্রশ্নটা ওকে তাড়িত করে আসছে, জিজ্ঞেস করেই ফেলল, 'আলোর যখন এতই ক্ষমতা এবং কারিশমা তাহলে আমাকে তোমার প্রয়োজন পড়ল কেন?'

মাথা তুলে চাইল টিরা। আহত দেখাল ওকে।

'তোমাকে আমার প্রয়োজন পড়েনি, ওয়াচ', বলল সে। 'আমি আসলে তোমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছি। তোমাকে এই একাকি জীবন থেকে মুক্তি দিতে চাইছি।' হঠাৎ সামনে বাড়ল টিরা। গভীর দৃষ্টিতে তাকাল ওয়াচের দিকে। যেন চাউনি দিয়ে ভস্ম করে দিতে চাইছে ওয়াচের চোখ। ওকে আঘাত করতে চাইছে না, তবে সবকিছু ভুলিয়ে দিতে চাইছে।

আলোর বলটা কাছে চলে এসেছে। ওটার শক্তি অনুভব করতে পারছে ওয়াচ। যেন টিরার মাথার পেছন থেকে উদয় ঘটছে সূর্যের ক্ষুদ্রাকৃতি সংস্করণের। ওর মাথার ওপর, ওকে যেন ঘিরে রেখেছে আলোর একটা বৃত্ত। ওকে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই, মনে মনে বলল ওয়াচ। টিরা ওর কাছে দেবদূতী। টিরা সত্যি ওকে সাহায্য করতে এসেছে। বন্ধুবান্ধব নিয়ে ওয়াচের এখন না-ভাবলেও চলবে। তাদের নিয়ে পরেও চিন্তা করা যাবে। তারা ওয়াচকে নিয়ে যেমন চলতে পেরেছে তাকে ছাড়াও দিব্যি চলতে পারবে।

এমন সময় সিন্ডির কণ্ঠ শুনতে পেল ও।

ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর।

'ওয়াচ।' চেঁচাচ্ছে সিন্ডি। 'জলদি ওখান থেকে চলে এসো। খবরদার, বল যেন তোমাকে ছুঁতে না পারে।'

টিরার সম্মোহনী দৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে শাঁই করে ঘুরল ওয়াচ। দেখল ব্রাইস আর সিন্ডি ছুটে আসছে ওর দিকে। দৌড়ে ব্রাইসের চেয়ে এগিয়ে আছে সিন্ডি। ব্রাইসের গতি মন্থর। কারণ হাতে তারঅলা একটা

ভারী বাক্স নিয়ে ছুটতে হচ্ছে তাকে। মাথার ওপর ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ, সেইসঙ্গে গুড়গুড় শব্দে ডেকে উঠল বাজ। কয়েক মুহূর্ত ওয়াচ বুঝতে পারল না কী ঘটছে। টের পেল বিদ্যুৎ চমকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে টিরা আবার ওকে জাপটে ধরেছে। মাথার ঠিক ওপরে চলে এসেছে আলোর বল।

'তোমরা এখানে কী করছ?' জিজ্ঞেস করল ওয়াচ।

'পাহাড় থেকে নেমে এসো।' চেঁচাল ব্রাইস। 'মেয়েটার কাছ থেকে সরে যাও। ও তোমার আত্মা চুরি করে নেবে।'

টিরা খামচে ধরল ওয়াচের জামা, ওর মুখটা হাতে ধরে জোর করে ঘুরিয়ে দিল নিজের দিকে। আবার স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল ওয়াচের দিকে।

'ওদের কথায় কান দিয়ো না, ওয়াচ', আকুতিতে ভরা টিরার কণ্ঠ। 'ওরা জানে না কী জিনিস তোমাকে দিতে চলেছি আমি। ওরা জানে না কতটা একা তুমি। আমার মতো কেউ বুঝতে পারে না তোমাকে।'

'ওয়াচ।' গলা ফাটাল সিন্ডি। 'ও মিথ্যা বলছে। আলোর বল থেকে সরে যাও।'

বন্ধুদের দিকে আরেকবার তাকাল ওয়াচ। দোটানায় ভুগছে। বুঝতে পারছে না টিরা ওকে কেন এক কথা বলছে আর অন্যরা তার সম্পূর্ণ বিপরীত কেন বলছে। মাথার ওপরে ভাসতে থাকা আলোর বলের দিকে তাকাল সে। ওর ভেতরে যেন বল থেকে বিচ্ছুরিত শক্তি ঢুকে যাচ্ছে। এক অসামান্য শক্তি।

হঠাৎ ওর সন্দেহ জাগল এটা সত্যি শুভশক্তি কি না।

বলটার দিকে আঙুল তুলে দেখাল ওয়াচ। 'ওই জিনিসটা আসলে কী?'

'শক্তি এবং আনন্দের রাস্তা', বলল টিরা।

'না।' আর্তনাদ করে উঠল ব্রাইস। সিন্ডির নাগাল পেয়ে গেছে অবশেষে। 'ওটা বহু প্রাচীন একটা আত্মা। তোমার আত্মা চুরি করতে এসেছে। একবার তোমার ভেতরে ঢুকতে পারলে তোমার সত্তা ধ্বংস করে ফেলবে।'

সিন্ডি আর ব্রাইসের দিকে ঝট করে ঘুরল টিরা।

'মিথ্যা কথা।' গর্জে উঠল সে। 'ওই বল আমার শরীরেও আছে। আমি এখন অনেক বেশি শক্তিশালী। আমার শরীরের কোনোদিন মৃত্যু হবে না। আমার যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারব। তোমাদের বন্ধু কেন এ সুযোগ পেয়েও হারাবে?'

পাহাড়চূড়োয় উঠে এল সিন্ডি এবং ব্রাইস। বেদম হাঁপাচ্ছে। কথা বলার শক্তি নেই। ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে আছে মাথার ওপর ভাসমান আলোর বলের দিকে। তবে অ্যাডামের বলটার মতো এটা হামলে পড়ল না ওদের ওপর। যেন ওয়াচের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছে। যেন এমন জায়গায় প্রবেশ করতে চায় না যেখানে তাকে স্বাগত জানানো হয়নি।

'তুমি বললে তুমি যা-খুশি তাই করতে পার।' ব্রাইস বলল টিরাকে হাঁপাতে হাঁপাতে। 'তুমি এ গ্রহ ছেড়ে চলে যেতে পারো না?'

ইতস্তত গলায় টিরা বলল, 'আমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পারি', ওয়াচের হাত ধরল সে। 'ও আমার সঙ্গে যোগ দেওয়ার পর আমরা একত্রে নক্ষত্রলোকের উদ্দেশে যাত্রা করব।'

'মিস টেম্পলটন ব্রাইসকে যা বলেছে সব কথা আমাকে জানিয়েছে ও', বলল সিন্ডি। 'তোমার শরীরের একটা অংশ নক্ষত্রলোকের হলেও তুমি আর সেখানে ফিরে যেতে পারবে না। যে আত্মা শতবছর আগে তোমার শরীরে আশ্রয় নিয়েছে সে এ-পৃথিবীতে লাখ লাখ বছর ধরে আটকে রয়েছে। তুমিও তার মতো ফাঁদে আটকে আছ, টিরা। ওটা শুধু তোমাকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকতে পারবে। তবে তুমি যেরকম জীবনযাপন করতে চাইবে সে তোমাকে তা করতে দেবে না।'

ওয়াচের হাত ছেড়ে দিল টিরা। 'এটাও মিথ্যা কথা। আমি স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমি যে জীবনযাপন করছি মরণশীল মানুষ তা কেবল কল্পনাই করতে পারবে, কোনোদিন বাস্তবায়ন করতে পারবে না। আমার সুখী জীবনের কোনোদিন পরিসমাপ্তি ঘটবে না।'

সিন্ডি আর ব্রাইস কী বলবে বুঝে পেল না। ওয়াচ টিরার কাঁধে হাত রাখল। সে ঘুরল ওর দিকে তাকাল।

'না।' শান্তগলায় বলল ওয়াচ। 'তোমার ভেতরে অনেক দুঃখ আছে। আমি এখন পরিষ্কার তা দেখতে পাচ্ছি। তুমি ঠিক বলেছ টিরা, আমি প্রায়ই নিঃসঙ্গতায় ভুগি। তবে আমার বন্ধু আছে। আমার নিজস্ব একটা জগৎ আছে। আমি আমার একাকিত্ব সহ্য করতে পারি। তোমার ভেতরে ওই জিনিসটা বাসা বাঁধলেও আমি দেখতে পাচ্ছি একাকিত্ব দূর হয়নি তোমার। বরং তোমার নিজের জীবন বলে কিছু নেই বলে তুমি আসলে সুখে নেই। তোমাকে ওটা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে।'

আবার চমকাল বিদ্যুৎ, আবার মেঘমন্দ্র স্বরে ডাকল বাজ।

বৃষ্টি পড়তে লাগল।

জল গড়িয়ে পড়ল টিরার গালে অশ্রুর মতো। হয়তো সত্যি কাঁদছে সে। আবার কাঁপতে লাগল।

চারদিকে একবার তাকাল ও। দৃষ্টিতে হতাশা।

'একথা সত্যি যে আমার সত্তার একটা অংশ কখনও এ পাহাড় ছেড়ে যায়নি', দুর্বল শোনাল টিরার কণ্ঠ। 'ছেড়ে যায়নি কারণ হয়তো সত্তাটার মৃত্যু ঘটেছে এখানেই।' বৃষ্টিস্নাত আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইল ও।

আলোর বলটা ওদের মাথার ওপর ঝুলে রয়েছে। সারা শরীর হঠাৎ কেঁপে উঠল টিরার, মাথা নোয়াল ও, কথা বলার সময় ফিসফিস করল। 'তুমি যদি আমার সঙ্গে যোগ দিতে না চাও ওয়াচ, তোমাকে জোর করব না। আমি কাউকে জোর করতে পারি না। তোমার কাছে মিথ্যাকথা বলেছি আমি। আমাকে মাফ করে দাও, ভাই। তবে সত্যি বলছি আমি তোমার কোনো ক্ষতি করতে চাইনি।'

ঘুরল টিরা। চলে যাবে।

'দাঁড়াও।' বলল ওয়াচ। ফিরল বন্ধুদের দিকে। 'ওর জন্য কি কিছুই করার নেই আমাদের?'

ব্রাইস ব্যাটারির তার উঁচু করে দেখাল। 'ইলেকট্রিক শক্ দিয়ে ওর ভেতরের নো ওয়ানকে বের করে আনা যায়।'

ওয়াচ খপ করে চেপে ধরল টিরার হাত। 'যেয়ো না, টিরা। দাঁড়াও। তোমার জন্য কিছু করতে দাও আমাদেরকে।'

টিরা হাত ছাড়িয়ে নিল। 'আমার জন্য কিছু করতে হবে না। তোমাদের ব্যাটারির শক্তি দিয়ে আমার চোখের একটা পলক পর্যন্ত ফেলতে পারবে না।' করুণ ভঙ্গিতে হাসল ও। 'আমি অমর। আর আমার জন্য কিছু করার অনেক উর্ধ্বে চলে গেছি আমি।'

সামনে পা বাড়াল টিরা।

ওয়াচ চট করে ব্যাটারির তার নিয়ে নিল ব্রাইসের হাত থেকে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকে উঠতেই তারটা টিরার মাথার ওপরে, আলোর বলটাকে লক্ষ্য করে ছুড়ে দিল ওয়াচ। গায়ের শক্তি দিয়েই তারটা ছুড়েছিল ওয়াচ, তবে তারের শেষ মাথা সোজা আছড়ে পড়ল টিরার খুলিতে।

চোখ অন্ধ করে দেয়া সাদা আলোর একটা ঝলক দেখা গেল।

আলোর ঝলকটা এল কালো আকাশের বুক চিরে।

সেই সঙ্গে বিকট শব্দে বাজ পড়ল।

একমুহূর্তের জন্য ওরা কিছু দেখতে পেল না, শুনতেও পেল না।

তারপর দেখল অদৃশ্য হয়ে গেছে আলোর বল। স্পুক্সভিল শহরের আকাশে একটি নো ওয়ানেরও চিহ্ন নেই। নো ওয়ানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জিতে গেছে ওরা। ওদের পরিকল্পনা কাজে লেগেছে।

কিন্তু কিসের বিনিময়ে?

একটা পুঁটলির মতো মাটিতে পড়ে আছে টিরা।

শ্বাস করছে না।

ওয়াচ ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। অপর দুজন টিরাকে ধরে বসিয়ে দিল। টিরার চোখ বোজা। মরে গেছে? মাথা নিচু করে কাঁদতে লাগল ওয়াচ। নাকি বৃষ্টির জল নামছে ওর গাল বেয়ে? কেউই বুঝতে পারছে না কী ঘটেছে।

হঠাৎ চোখ মেলে চাইল টিরা। চারদিকে তাকাল বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে।

'তোমরা এখানে কেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

বিস্মিত চোখে ওর দিকে তাকাল ওয়াচ। 'টিরা?'

চোখ সরু হল টিরার, 'তুমি কে?'

হাসিতে উদ্ভাসিত হল ওয়াচের মুখ, নো ওয়ানদের আলোর বলের চেয়েও উজ্জ্বল দেখাল চেহারা, 'এটা কত সাল বলো তো, টিরা?'

'উনিশশো বিরাশি', থেমে থেমে উচ্চারণ করল টিরা। 'তুমি আমার নাম জানলে কী করে?'

'তোমার কিছু মনে পড়ছে না, টিরা?' প্রশ্ন করল সিন্ডি।

ভুরু কোঁচকাল টিরা। 'মনে পড়ছে এ পাহাড়ে একা দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। তবে তখন বৃষ্টি হচ্ছিল না আর তোমরাও কেউ এখানে ছিলে না।'

'তুমি কী করছিলে?' জিজ্ঞেস করল ব্রাইস।

ইতস্তত করে জবাব দিল টিরা। 'প্রার্থনা করছিলাম।'

মুচকি হাসল ওয়াচ। 'তোমার প্রার্থনার জবাব মিলেছে।'

টিরা ফিরে এসেছে। আবার আগের জীবনে ফিরে এসেছে।

একশো বছর পরে।
